দাম—একটাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নিবেদন

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে মোগল যুগের গৌরবময় ইতিহাস অবলম্বনে তৎকালীন বাঙ্‌লার একটি করুণ চিত্র আমার এই নাটকে অঙ্কন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বাঙ্‌লা দেশ তৎকালে পর্ত্তুগীজ্ জলদস্যু এবং রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান পাদরীগণের অত্যাচারের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভারতবর্ষে তখন পর্ত্তুগীজদের কুখ্যাত Inquisition বিচার প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। একজন ধর্ম্মযাজক তাহাদিগকে পৃথিবীর সমস্ত জল এবং স্থলভাগের আধিপত্য লিখিয়া দান করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাহারা সর্ব্বত্র অত্যাচার করিয়া নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিত। মোগল সম্রাট সাজাহান কি ভাবে সেই অত্যাচার দমন করিয়াছিলেন, তাহারই একটা বিবরণ আমি বর্ত্তমান নাটকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ঐতিহাসিক উপাদান প্রায় সমস্তই আমি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "বাদশাহ্-নামা" এবং স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ময়ূখ" নামক পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি। আমার এই নাটকের দুই একটা চরিত্রে হয়তো রাখালবাবুর পুস্তকে বর্ণিত চরিত্রের যৎসামান্য ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উপায় ছিল না। নাট্য নিকেতনের অন্যতম স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুধীর গুহ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে আমাকে বাধ্য হইয়া মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে এই নাটক লিখিয়া দিতে হইয়াছে। কাজেই বিশেষভাবে চিন্তা করিবার অবসর আমি মোটেই পাই নাই।

নাটকে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। আশা করি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমার নাটকের গান লিখিয়া দিয়াছেন বাঙ্লার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তাঁহাদের উভয়ের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। ইতি—

৫, নন্দলাল বসু লেন
বাগবাজার, কলিকাতা
মহাসপ্তমী, ২১শে আশ্বিন
১৩৪৭ সাল

বিনীত—
গ্রন্থকার

সংগঠনকারিগণ

পরিচালনা	শ্রীযুক্ত সতু সেন
প্রযোজনা	শ্রীযুক্ত সুধীর গুহ
গান ও সুর	কাজী নজরুল ইসলাম
নৃত্য পরিকল্পনা	শ্রীমতী নীহারবালা
সঙ্গতি	শ্রীযুক্ত ফণী শীল
স্মারক	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সান্যাল
বেহালাবাদক	শ্রীযুক্ত তারক চ্যাটার্জ্জী
বংশীবাদক	শ্রীযুক্ত কালোবাবু
আহার্য্য সংগ্রাহক	শ্রীযুক্ত সত্য মুখার্জ্জী

পরিচয়

পুরুষ

অনূপ নারায়ণ	...	পরগণা বারবক্ সিংহের রাজা
ময়ূথ নারায়ণ	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র
চিন্তাহরি	...	ঐ দেওয়ান
যোগানন্দ স্বামী	...	তান্ত্রিক সন্ন্যাসী
বলাই	...	ময়ূখের অনুগত বন্ধু
সাজাহান	...	ভারত সম্রাট
আসফ্ খাঁ	...	ঐ উজীর
আসাদ্ খাঁ	...	ঐ ওম্‌রাহ
কাশেম খাঁ	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ
কলিমুল্লা খাঁ	...	সপ্তগ্রাম কিল্লার ফৌজদার
ইয়াকুব আলি	...	ঐ অনুচর
ইনায়েৎ খাঁ	...	মেহেরার খিদ্‌মৎগার
হরেকৃষ্ণ রায়	...	বাঙ্‌লার দেওয়ান
গঞ্জালিস্	...	পর্ত্তুগীজ বোম্বেটে
ডাকুন্-হা	...	ঐ সহকারী
আল্‌ভারেজ্	...	পর্ত্তুগীজ পাদ্‌রী
ওয়াইল্‌ড্	...	সুরাটের ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ

উদাসী, বৈদ্য, প্রতিহারী, সৈন্যগণ, রক্ষিগণ, ওমরাহগণ,
গ্রামবাসিগণ, লাঠিয়ালগণ—ইত্যাদি

স্ত্রী

যমুনা	...	চিন্তাহরির স্ত্রী
মমতা	...	ময়ূখের বাগ্‌দত্তা
মেহেরা	...	আগ্রার নর্ত্তকী কন্যা
চিন্ময়ী	..	মহামায়া মন্দিরের সেবিকা

বাগ্‌দী কন্যা, বাদিগণ, নর্ত্তকিগণ—ইত্যাদি

বিদ্রোহী বাঙ্গালী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উত্তর বাঙলায় পরগণা বারবক্ সিংহের অন্তর্গত বিশাল অরণ্য মধ্যবর্ত্তী মন্দির প্রাঙ্গণ। কাল,—প্রাহ্ন। মন্দিরের গঠন প্রণালী দেখিয়া উহাকে বৌদ্ধ মন্দির বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বে হয় ত তাই ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে এই মন্দির তান্ত্রিক সন্ন্যাসী যোগানন্দ স্বামীর অধিকারে। মন্দির পরিচ্ছন্ন, সুসংস্কৃত। অভ্যন্তরে মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত মহামায়ার দশভূজা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। দরজা উন্মুক্ত রহিয়াছে। দাওয়ার উপর মন্দিরের সেবিকা চিন্ময়ী বসিয়া গান গাহিতেছিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে যোগানন্দ স্বামী পূজার আয়োজনে ব্যস্ত।

চিন্ময়ীর গান

দীনের হতে দীন দুঃখী অধম যেথায় থাকে।
ভিখারিণী বেশে সেথায় দেখেছি মোর মাকে ॥
(মোর অন্নপূর্ণা মাকে)
অহঙ্কারের প্রদীপ নিয়ে স্বর্গে মাকে খুঁজি,
মা ফেরেন ধূলির পথে যখন ঘটা করে পুজি ;
ঘুরে ঘুরে দূর আকাশে, প্রণাম আমার ফিরে আসে,—
যেথায় আতুর সন্তানে মা কোল বাড়ায়ে ডাকে ॥
অপমানের পাতাল তলে লুকিয়ে যারা আছে,
তোর শ্রীচরণ রাজে সেথায়, নে মা তাদের কাছে ;
আনন্দময় তোর ভুবনে, আন্‌বো কবে বিশ্বজনে,—
দেখ্‌বো জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে সেদিন তমসাকে ॥

গান সমাপ্ত হইলে চিন্ময়ী মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে সমবেত কণ্ঠের তীব্র কোলাহল শোনা গেল,— "পাক্‌ড়ো,—পাক্‌ড়ো" এবং একটি বিপন্না রমণী আর্ত্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল,—"রক্ষা কর বাবা, রক্ষা কর।" যোগানন্দ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

যোগানন্দ। মাভৈঃ মাভৈঃ—

রমণী ছুটিয়া আসিয়া যোগানন্দের পদতলে পড়িল

রমণী। রক্ষা কর বাবা,—দোহাই,—ওদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর !

যোগানন্দ। ভয় নেই মা, ভয় নেই। মহামায়ার মন্দিরে তুমি আশ্রয় নিয়েছ,—কার সাধ্য তোমাকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যায় !

জনৈক বাঙ্গালী দস্যুর প্রবেশ

দস্যু। হুজুর, এইদিকে!—আউরৎ এখানে!

রমণী। ওই, তারা এল বাবা!

যোগানন্দ। ভয় নেই মা, ভয় নেই।

পর্তুগীজ দস্যু ডাকুন্‌-হা এবং দুইজন বাঙ্গালী দস্যুর প্রবেশ

ডাকুন্‌হা। বোয়্ কা বাত্ কুছ নেই, খুসী হোবার কাম্ আছে! হাঃ হাঃ হাঃ—

যোগানন্দ। কে তোরা? কি চাস্ এই দেবস্থানে?

ডাকুন্‌হা। আরে বুড্‌ঢা, টুমার ডেওটা লিয়ে টুমি থাকো, আউরৎ কো দে দেও!

অগ্রসর হইল

নারী। বাবা!

যোগানন্দের বুকে মুখ লুকাইল

যোগানন্দ। সাবধান দুর্বৃত্ত!

ডাকুন্‌হা। আরে হামারা বাত্ শোন বুড্‌ঢা। গঞ্জালিস্ লেবে, আল্-ভারিজ লেবে,—আউর হামারা? বসিয়ে বসিয়ে দেখ্‌বে? হামাডের ভি পেয়ার কর্‌নে লিয়ে জান্ আছে!

যোগানন্দ। গঞ্জালিস্ কি নেবে? আল্‌ভারিজ কি নেবে?

ডাকুন্‌হা। টুমারা আঁখ্ আছে না? দেখ্‌ছে না কি লিটেছে?

যোগা। কি নিচ্ছে তারা ?

ডাকুন্হা। বাঙ্‌লার আউরট্! হাঃ হাঃ হাঃ—

যোগানন্দ। মহামায়া! মহামায়া! শুন্‌তে পাচ্ছিস্ মহামায়া ?

ডাকুন্হা। আরে বুড্‌ঢা, একেলা মহামায়া শুনিয়ে কি করিবে? টামাম্ বাঙ্‌লা হর্‌দিন শুন্‌ছে, আউর ঘরে বসিয়ে বসিয়ে কাঁন্‌ছে! হাঃ হাঃ হাঃ

১ম দস্যু। সাহেব, দেরি করোনা। কখন্ কে এসে পড়্‌বে!

ডাকুন্হা। বুড্‌ঢাকো হাটাও, যোওয়ানী কো লে লেও।

রমণী। বাবা! বাবা!

১ম দস্যু। ঠাকুর, মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে একটা বাগ্দীর মেয়েকে কেন বুকে করে রেখেছ ? দাও, দাও,—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

২য় দস্যু। ছেড়ে দিয়ে চান ক'রে, পঞ্চগব্য মুখে দিয়ে শুদ্ধ হ'য়ে এসো গে যাও।

যোগা। হায়রে অধঃপতিত বাঙ্গালী! কিসের আশায়, কোন্ প্রলোভনে, নিজের ঘরের লক্ষ্মীদের পরের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের নরক রচিস্ তোরা ?

১ম দস্যু। থাম ঠাকুর। বচন রেখে দাও তোমার চেলাদের জন্য। দাও, ওকে ছেড়ে দাও।

যোগা। বেঁচে থাক্‌তে নয়!

১ম দস্যু। মারতেও আমরা ভয় পাই না ঠাকুর!

যোগানন্দ। জানি দুর্ব্বৃত্ত! কিন্তু বিদেশী দস্যুদের হাতে অস্ত্র দেখে নিজেদের যারা শক্তিমান মনে করে, তাদের মত নির্ব্বোধ আর নেই।

মারবার সাহস তোদের আছে কিনা জানিনা, কিন্তু আমাদের আছে ম'রবার সাহস! পারবি মা, মর্য্যাদা রক্ষার জন্য মরতে পার্‌বি মা?

রমণী। এই স্বর্গে স্থান পেয়েও পার্‌বো না বাবা?

১ম দস্যু। সাহেব, ছিনিয়ে নাও, ছিনিয়ে নাও ওকে!

দুইজন দস্যু যোগানন্দকে ধরিল,—ডাকুন্‌-হা রমণীকে ছিনাইয়া আনিল

রমণী। বাবা! বাবা!

যোগানন্দ। মহামায়াকে ডাক্ মা,—মহামায়াকে ডাক্!

রমণী। মা, মাগো!

যোগানন্দ। অসুর নাশিনী মা, এখনও পাষাণ ভেঙ্গে খড়্গ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলিনে তুই?

ডাকুন্‌হা। আভি পিয়ারী! আভি কোন্ রুখ্‌বে?

রমণী। ছেড়ে দে শয়তান, ছেড়ে দে।

ডাকুন্‌হা। হেই বাঙ্গালী! বুড়াকো বাঁধ।

রমণী। ছেড়ে দে শয়তান, ছেড়ে দে।

পর্ত্তুগীজের চোখে মুখে কীল চড় মারিতে লাগিল

ডাকুন্‌হা। বহুৎ মিঠা আছে, হাঃ হাঃ হাঃ—ফিন্ মারো! হাঃ হাঃ হাঃ!

যোগানন্দ। মহামায়া, এও তোর মনে ছিল! তোর চোখের সম্মুখে, তোর মেয়েকে ওই দস্যুরা কেড়ে নিয়ে যাবে? খড়্গ কি তোর হাত থেকে খ'সে পড়ে গেছে মা?

ডাকুন্‌হা। বুড্‌ঢা শালাকো লাঠি সম্‌জাও!

৩য় দস্যু। ছ্যাখ্‌ শালা আমরা মার্‌তে জানি কিনা!

লাঠি তুলিল, সহসা শোঁ করিয়া একটা শব্দ হইল

৩য় দস্যু। আঃ আঃ! হুজুর, পালাও, পালাও—

পড়িয়া গেল

শোঁ করিয়া আবার শব্দ হইল

রমণী। আঃ! কে তুমি মরণ দিয়ে আমার মান বাঁচালে?

ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল

ডাকুন্‌হা। এই,—কোন্‌ টীর ছুড়্‌লো?

২য় দস্যু। পালাও, পালাও হুজুর! এ নিশ্চয় ময়ূখ নারায়ণ!

ডাকুন্‌হা। ও কোন্‌ আছে?

১য় দস্যু। সে আর দেখতে চেয়োনা, পালাও!

ডাকুন্‌হা। আচ্ছা, ফিন্‌ ডেকা হোবে।

দস্যুদল বাহির হইয়া গেল

রমণী। বাবা, বাবা,—মহামায়া আমার মান বাঁচিয়েছেন—বাবা!

অতি কষ্টে গিয়া যোগানন্দের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল

যোগানন্দ। মা, মাগো!

ছুটিয়া ময়ূখ এবং বলাই প্রবেশ করিলেন

ময়ূখ। কে তুমি? কেমন ক'রে আঘাত পেলে?

নারীর বুকে শরের আঘাত দেখিয়া

ওঃ বলাইদা, বলাইদা,—ত্যাখ, কি সর্ব্বনাশ আমি ক'রেছি!

বলাই। তাই ত মহারাজ!

যোগানন্দ। মা, মাগো! মহামায়া, তোর মনে এই ছিল মা?

রমণী। বাবা! মহামায়া সত্যি দয়া করেছেন। আমায় কোলে তুলে নিয়েছেন!—মা!

মৃত্যু

ময়ূখ। বলাইদা! কী সর্ব্বনাশ করেছি, ত্যাখ!

যোগানন্দ। মা। মা!

কোন জবাব পাইলেন না

সব শেষ!—মহামায়া কোলে তুলে নিয়েছেন!

ময়ূখ। বলাইদা, তোমার ময়ূখ নারী হন্তা।

যোগানন্দ। ময়ূখ! (অগ্রসর হইয়া) তুমি ময়ূখ নারায়ণ? মহারাজা দেবেন্দ্র নারায়ণের পুত্র তুমি?

ময়ূখ। অপরাধী সেই পরিচয়ই বহন করে প্রভূ!

যোগানন্দ। দেখি, দেখি!—হ্যাঁ, ঠিক দেবেন্দ্র নারায়ণেরই প্রতিকৃতি। আমার শিষ্যের পুত্র তুমি! বৎস, আমি যে তোমারই অপেক্ষায় এই জন বিরল বনানীতে জীর্ণ মন্দির অবলম্বন ক'রে বসে রয়েছি।

ময়ূখ। কিন্তু যে গুরুতর অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে আপনার কাছে আজ আমাকে আত্মপ্রকাশ করতে হ'ল, তা আমার সব পরিচয় সে লোপ করে দেবে প্রভু! রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নারী হন্তা! আমাকে শাস্তি দিন প্রভু, শাস্তি দিন!

পদতলে পতিত হইলেন

যোগানন্দ। তুমি নারী-হন্তা সন্দেহ নেই, শাস্তি তোমার অবশ্য প্রাপ্য।

ময়ূখ। শাস্তি বহন করতে দাস প্রস্তুত।

বলাই। অজ্ঞাতে যদি কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, তাও কি অমার্জ্জনীয় প্রভু?

যোগানন্দ। অজ্ঞাতে?

ময়ূখ। বিপন্নার আর্ত্তনাদ শুনে তাকে রক্ষা করবার জন্যই আমি শরত্যাগ ক'রেছিলাম।

যোগানন্দ। দূর থেকে শরত্যাগ করে নিজেকে নিরাপদ রাখতে যদি না চাইতে!—

ময়ূখ। না, না, প্রভু! নিজের নিরাপত্তার জন্য নয়, কাল বিলম্বের ভয়েই আমি এ কাজ ক'রেছিলাম।

যোগানন্দ। চিন্তাবেগে চালিত হ'লে এমনি লক্ষ্য ব্যর্থ হয়, এমনি করেই তা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল আনয়ন করে! দণ্ড বহন কর্‌তে পার্‌বে?

ময়ূখ। পার্‌ব প্রভু!

যোগানন্দ। ওঠ। (ময়ূখ উঠিয়া দাঁড়াইলেন) অতি কঠোর দণ্ড।

ময়ূখ। নারী হন্তা কোথাও লঘুদণ্ডে দণ্ডিত হয় না। আমি প্রস্তুত।

যোগানন্দ। হাঁ, রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের পুত্র তুমি। সেই দৃঢ়তা ব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর, সেই নির্ম্মল মনোমুকুর নয়নযুগল! ওরে, ওরে, দণ্ড তোকে দেব আমি?

ময়ূখ। তাহ'লে রাজদণ্ড নেবার জন্য, রাজার কাছে গিয়েই অপরাধ স্বীকার করি?

যোগানন্দ। পাগল! নিজের ভ্রাতু-স্পুত্রকে অনূপ নারায়ণই কি দণ্ড দিতে পারবেন?

ময়ূখ। তা হ'লে কৃত অপরাধের দণ্ড না নিয়ে আমরণ কি আমাকে এই মহাপাপের বোঝা মাথায় নিযে নিজের কাছেও নিজেকে ঘৃণ্য করে রাখতে হবে?

যোগানন্দ। দণ্ড যেখানে পাপের শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হয, পাপীর সেখানে কি কর্ত্তব্য জান?

ময়ূখ। কি প্রভু?

যোগানন্দ। প্রাযশ্চিত্ত!

ময়ূখ। স্বস্তি পেলাম প্রভু! বলুন, কেমন করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে?

যোগানন্দ। শোন রাজপুত্র ময়ূখ নারায়ণ!

বলিয়াই বলাইয়ের দিকে চাহিয়া থামিলেন, স্বর নামাইয়া কহিলেন

বিশ্বস্ত এই সহচর?

ময়ূখ। সহোদরসম, অভিন্ন হৃদয়,—সদা আজ্ঞাবহ!

যোগানন্দ। তবে শোন, এই একটিমাত্র পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে

পাপ থেকে মুক্ত করবে না! পুরুষানুক্রমে যে পাপ সঞ্চিত হয়, তার দুর্ব্বহ বোঝা চিরকাল বংশধরকেই বইতে হয়।

ময়ূখ। পুরুষানুক্রমে হয়েছে পাপের সঞ্চার?

যোগানন্দ। হয় নি?

ময়ূখ। প্রভু, অজ্ঞান আমি, পূর্ব্বাপর কিছুই জানিনা! আপনি বলুন!

যোগানন্দ। জান না? যদি প্রজাপালকদের পাপ না থাকবে,—তাহলে কেন অভিশপ্ত এই বঙ্গদেশ? কেন সমুদ্র পার হয়ে এসে দুর্দ্ধর্ষ জল-দস্যুদল বাংলার নন্দন কাননকে শ্মশানে পরিণত করে? কেন বাংলার নারীকুল নির্য্যাতিতা হয়, দেবমন্দির বিধ্বস্ত হয়, শালগ্রাম শুধু শিলাখণ্ডরূপে হন উপেক্ষিত?

ময়ূখ। আমাদেরই পাপে?

যোগানন্দ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদেরই পাপে! তোমরা বিলাসী বলেই বাঙালী উপবাসী, তোমরা আযাসী বলেই বাঙ্‌লা আত্মরক্ষায় অক্ষম, তোমরা উদাসী বলেই তোমাদের গৃহসংসারে আজ দস্যুর উপদ্রব! এই যে বালিকা,—এ তোমার শরাঘাতে প্রাণ হারায় নি?

ময়ূখ। নয়? আমার শরাঘাতে নয়!

যোগানন্দ। নিমিত্ত তুমি, কিন্তু হত্যাকারী তুমি নও।

ময়ূখ। আমি নই?

যোগানন্দ। তোমার শরে বিদ্ধ না হলেও ওকে মৃত্যুই বরণ করে নিতে হতো! হয়ত,—হয়ত নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিসর্জ্জন দিয়ে, নানা দুর্গতি সহ্য করে—ওকে প্রাণ দিতে হতো! তুমি ওকে সেই দুর্গতি থেকে বাঁচিয়েছ।

ময়ূখ। প্রভু!

যোগানন্দ। এমনি কত বালা অনিচ্ছায় দস্যুর কবলে আত্মদান করতে বাধ্য হয়েছে, কত সংসার শুধু এদেরই জন্য ছারেখারে যাচ্ছে,—আর প্রজাপালক তোমরা, দরিদ্রের দানে সম্পন্ন তোমরা,—হেসে খেলে শীকার করে, প্রমোদশালায় নর্ত্তকীর রূপসুধা পান করে কর্ত্তব্যপালন ক'চ্ছ!

ময়ূখ। প্রভু! আমি তাদের দলের নই! আপনি হয়ত জানেন না, পিতৃব্য আমাকে আমার পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে নিজে সর্ব্বস্ব দখল করে নিয়েছেন। পিতার রাজ্যের ওপর আমার কোন অধিকার নেই, প্রাসাদে আমার ঠাঁই নেই, পরিজনদের আমার প্রতি এতটুকু প্রীতি নেই।

যোগানন্দ। কিন্তু রক্তে? রক্তে তোমার আভিজাত্য নেই?

ময়ূখ। তাও আছে বলে আর মনে করতে পারিনা প্রভু! বলাইদার সঙ্গে থাকি, তার সঙ্গেই বনে বনে ঘুবে বেড়াই।

যোগানন্দ। শ্রীকৃষ্ণকেও কতদিন গোপগৃহে বাস করতে হয়েছিল! তাঁকেও লীলা করতে হয়েছিল—রাখালদের সঙ্গে। কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বান যেদিন এল, সেদিন পাচনী ফেলে দিয়ে, সুদর্শনচক্র হাতে নিয়ে তাঁকে বৈরী নিপাতে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল।

ময়ূখ। সে শক্তি আমি কেমন করে পাব প্রভু?

যোগানন্দ। কর্ত্তব্যপালনের সে দাবীও তো তোমার কাছে কেউ উপস্থিত করে নি বৎস? কুরুক্ষেত্র সমর পরিচালনার কাজ তোমার নয়, আমি জানি। কিন্তু নিজের অধিকার কেন তুমি প্রতিষ্ঠা

করতে পারবে না? কেন পারবে না প্রকৃত প্রজাপালক হয়ে বাঙ্গালীকে বাঁচাতে, বাঙ্‌লার গৃহমন্দিরকে নরপশুর উপদ্রব থেকে রক্ষা করতে?

ময়ূখ। প্রভু, শিরায় শিরায় আমার উন্মাদনা জেগে উঠ্‌ছে! আপনি আমাকে দিয়ে কি করাতে চান?

যোগানন্দ। পারবে তুমি?

ময়ূখ। পারব!

যোগানন্দ। বজ্রের চেয়েও কঠোর হতে পারবে?

ময়ূখ। আপনার অনুগ্রহ থাকলে পারব!

যোগানন্দ। যতদিন ব্রত উদ্‌যাপিত না হয়, ততদিন নিরলস কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করতে পারবে?

ময়ূখ। পারব!

যোগানন্দ। কঠোরতাকে ভয় পাবে না?

ময়ূখ। না প্রভু।

যোগানন্দ। লালসার বহ্নিতে নিহত এই বালার বুকের রক্ত দিয়ে আমি তোমার ললাটে তিলক পরিয়ে দিলাম! যেখানে দেখবে নারীর ওপর অত্যাচার, মাতৃজাতির লাঞ্ছনা, সেইখানেই উপস্থিত হয়ে অপরাধীকে তুমি শাস্তি দেবে! মনে রাখবে, মায়েরা যেখানে নির্য্যাতীতা হন, দেবতারা ঘৃণায় যে স্থান ত্যাগ করে চলে যান।

বলাই। ওই রক্ততিলক কি কৈবর্ত্তের ছেলেকে পরতে নেই প্রভু?

যোগানন্দ। সকল সন্তানেরই এ তিলক পরবার অধিকার আছে বৎস!

তিলক পরাইয়া দিলেন

এইবার ময়ূখনারায়ণ, রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের পুত্র,—এইবার তোমাকে আমি এমন এক পদার্থ দেব যা তোমাকে চিরদিন অমোঘ শক্তির অধিকারী করে রাখবে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।

মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন

ময়ূখ। বলাইদা! বলাইদা! এই সন্ন্যাসীর পরশে আমার ধমনীর রক্ত এমন করে নেচে উঠ্‌ল কেন?

বলাই। আমারও মহারাজ! আমারও মনে হচ্ছে দেহের শক্তি আমি আর যেন দেহে ধরে রাখতে পারছি না!

ময়ূখ। অতীতের সমস্ত গ্লানি যেন আমার মন থেকে মুছে গেছে! মনে হচ্ছে, কণ্ঠে আকুলতা নিয়ে কত আর্ত্ত নর-নারী যেন চারিদিক থেকে আমায় আহ্বান ক'চ্ছে!

যোগানন্দ খড়্গ হাতে লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন

যোগানন্দ। মিথ্যা নয়, সে আহ্বান মিথ্যা নয়—ময়ূখনারায়ণ! উপদ্রুত বাঙ্‌লা দশদিক থেকে তোমাকে আহ্বান ক'চ্ছে! সাড়া না দিয়ে তো তুমি থাকতে পারবে না! এই নাও বৎস, শক্তির প্রতীক্ এই খড়্গ হাতে তুলে নাও। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই খড়্গ হাতে নিয়ে আমার প্রিয়তম শিষ্য, তোমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব বীরের শয্যা নিয়েছিলেন! দশ বৎসর এই খড়্গ আমি মহামায়ার চরণে রেখে দিয়েছিলাম, দশ বৎসরের প্রতিটি দিন আমি এই খড়্গ তোমারই হাতে তুলে দেবার জন্য পরম আগ্রহে দিবস গণনা করতাম।

ময়ূখ। ওই আমার পিতার খড়্গ ?

যোগানন্দ। হ্যাঁ, আজও রক্তভৃষাতুর !

ময়ূখ। দিন,—দিন প্রভু, আমার পিতৃদেবের হাতের ওই খড়্গ !

হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন

যোগানন্দ। তোমার পিতার এই খড়্গ মহামায়ার চরণ পরশে দিব্য শক্তির আধার হয়ে উঠেছে ! মন্ত্রঃপূত এই খড়্গ হাতে নিয়ে তুমি বাঙ্‌লার বুক থেকে অনাচার উপদ্রব দূর করে দেশমাতৃকার শস্যশ্যামলা রূপ ফিরিয়ে আন ! ফিরিযে আন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, ফিরিয়ে আন তুমি লুপ্ত বীরত্ব, হৃত সম্পদ, পৃথিবী পরিব্যাপ্ত বাঙ্‌লার যশ, বাঙ্গালীর সুনাম !

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজা অনুপনারায়ণের রাজধানী—ভীমাখে গঙ্গাতীরস্থ রাজপথ।

কাল,—অপরাহ্ন।

তিনজন গ্রামবাসীর প্রবেশ

হরি। কালে কালে এসব কি হচ্ছে বলুন তো ঘোষাল মশাই ? স্বধর্ম্ম বজায় রেখে, স্ত্রীকন্যা নিয়ে দেশে বাস করা যে ক্রমেই দায় হয়ে উঠ্‌ল দেখ্‌ছি ?

ঘোষাল। স্থান ত্যাগ করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই ভায়া,—গত্যন্তর নেই ! যে যেখানে পার স্ত্রী-কন্যা নিয়ে পালিয়ে যাও।

হরি। যাবই বা কোথায় তাও তো ছাই বুঝতে পারছি না। বাঙ্‌লা দেশের সর্ব্বত্র এই পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা ছেয়ে রয়েছে! এদেশ ত্যাগ করলেই কি আর অত্যাচারের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে?

ঘোষাল। তা চেষ্টা তো করতে হবে ভায়া! এখানে থেকে নিজের চোখের ওপরে স্ত্রী-কন্যাকে দস্যুরা ধরে নিয়ে যাবে,, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিযে যাবে, একি সহ্য করা যায় কখনো? কি বলহে ঘোষজা?

মধু। তা ঘোষাল মশাই যা বলছেন প্রকৃত কথা। রাজা যদি প্রকৃতপক্ষে এই সব অত্যাচার দমনে সাহায্য না করেন, আমাদের মতন গরীব প্রজাদের সামর্থ্য প্রকৃতপক্ষে কতটুকু?

ঘোষাল। আরে রাজা সাহায্য করবেন কি? উনি নিজেই যে বোম্বেটেদের অত্যাচারে উস্কানি দিচ্ছেন! দেওযান চিন্তাহরি চাটুয্যের স্ত্রী যমুনাকে গঞ্জালিস্ বোম্বেটের হাতে তুলে দিযেছিল কে?

মধু। প্রকৃত কথা! ঘোষাল মশাই যা বলছেন সব প্রকৃত কথা। কিম্বদন্তী আছে বটে! আমিও শুনেছি।

হরি। বলেন কি? তবু চিন্তাহরি রাজার দেওয়ান? নিজের স্ত্রীকে দস্যুর হাতে তুলে দিলে, আর সে একটি কথাও কইলো না? এ হেন অত্যাচারটা নীরবে সহ্য করে নিয়ে আজও পর্য্যন্ত সেই অত্যাচারী রাজারই দেওয়ানের গদিতে সে বসে রয়েছে?

ঘোষাল। বোঝবার উপায় নেই ভায়া, বোঝবার উপায় নেই। শাস্ত্রেই বলেছে যে মনুষ্য চরিত্র নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়! কেন আছে, তা সেই

জানে। একথা তো আর দেওয়ানকে মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করবার সাহস কারো নেই !

ব্যস্ত ভাবে ছুটিয়া যদু মুখুয্যের প্রবেশ

যদু। এই যে ঘোষাল মশাই, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে মশাই,—আমার নিমিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না !

সকলে। এ্যাঁ ! সেকি ?

ঘোষাল। কাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বললে ?

যদু। আমার মেয়ে নিমিকে। বয়স্থা মেয়ে, সুন্দরী,—অর্থাভাবে বিয়ে দিতে পারিনি ! রক্ষে করুন ঘোষাল মশাই, আপনারা সকলে মিলে আমায় বাঁচান !

কাঁদিয়া ফেলিল

ঘোষাল। রাজা নিজে যেখানে ভক্ষক,—কে কাকে রক্ষা করবে ভায়া ? কে কাকে বাঁচাবে ? একমাত্র ভগবান ভিন্ন রক্ষা করার ক্ষমতা কি কারো আছে ?

মধু। প্রকৃত কথা। কারো নেই।

ঘোষাল। আজ তোমার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কাল আমার স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, পরশু এই মধু ঘোষের বিধবা কন্যাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মধু। প্রকৃত কথা। কিন্তু,—না-না ঘোষাল মশাই, আমার বিনোদিনী যে অত্যন্ত কুৎসিত ! তার কোন ভয় নেই। কি বলেন ?

হরি। বোম্বেটেরা সুন্দরী কুৎসিত বাছে না হে! ওদের কাছে কোন বাছবিচার নেই। মেয়েমানুষ হলেই হলো!

মধু। প্রকৃত কথা! তবে উপায়?

ঘোষাল। যা বললাম, তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আজই সন্ধ্যার অন্ধকারে স্ত্রীকন্যা নিয়ে এদেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

হরি। আজই?

ঘোষাল। হ্যাঁ আজই রাত্রিতে। কারণ, কাল সন্ধ্যায় শুনেছি অনূপ-নারাণের বাগান বাড়ীতে এক বিরাট জলসার আয়োজন হয়েছে। আগ্রা থেকে নাকি মেহেরা বলে একজন প্রসিদ্ধ বাইজী এসেছে। পর্ত্তুগীজ পাদ্রি আর বোম্বেটেরাও আসবে শুনেছি। আজ না পালালে, রাত্রি প্রভাতে আবার কার স্ত্রীকন্যা যায় তার কোন নিশ্চয়তা নেই!

মধু। প্রকৃত কথা। তা হলে চলুন, এখনি যাত্রার জন্য সব গোছগাছ করে নেওয়া যাক্‌গে।

ঘোষাল। চল, চল। ওঃ কি দুর্দ্দৈব!

যদু। আপনারা তো চল্লেন কিন্তু আমার কি উপায় হবে ঘোষাল মশাই? আমার মুখে যে চূণ কালী পড়ে গেল?

ঘোষাল! ময়ূখনারায়ণের পা জড়িয়ে ধরগে। তোমার মেয়েকে বাঁচাবার উপায় যদি কেউ করতে পারে,—সে একমাত্র ময়ূখনারায়ণ। এই ভীমাশ্ব গ্রামে তিনি ছাড়া এমন আর একজনও নেই যে রাজা .অনূপনারায়ণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে।

যদু। তাঁর কাছেই যাচ্ছি। হায় হায় হায়, মা জগদম্বা, এই অমানুষিক অত্যাচারের কি কোন প্রতিকার নেই ?

সকলে একদিকে এবং যদু অন্য দিকে প্রস্থান করিল, ক্ষণকাল পরে গঙ্গালিস্ এবং চিন্তাহরির প্রবেশ

গঙ্গালিস্। চিণ্টাহরি—!

চিন্তাহরি। হুজুর—

গঙ্গা। আউর কয়ঠো আউরৎ টুমি লোক দিতে পারিবে ?

চিন্তা। বহু হুজুর, বহু !

গঙ্গা। আরে বহু হামিলোক নেহি মাঙ্গিছে। হামি লোক চাহে খাপসুরৎ আউর যুবতী।

চিন্তা। পারবো হুজুর পারব,—বহু সুন্দরী যুবতী তোমাকে দিতে পারবো। তার জন্য কোন চিন্তা নেই।

গঙ্গা। আরে নেহি নেহি চিণ্টাহরি—টুমিলোক হামারা বাৎ সমজ করিতে পারছে না। টুমিলোক বেয়াকুব আছে।

চিন্তা। ব্যাকুব ? তা আছে হুজুর, আছে—আমি ব্যাকুব আছে ! তুমি চটো না।

গঙ্গা। হামিলোক ঘোম্‌টাওয়ালি পচা বহু নেহি লেঙ্গে। হামিলোক মাংতা একডম্ তাজা যুবতী।

চিন্তা। বুঝতে পেরেছি সাহেব ! যুবতীই তোমরা পাবে। কাল যে তিনটে ছুঁড়ীকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি,—পছন্দ হয়েছে তো ?

গঙ্গা। হ্যাঁ! একঠো পছন্দ্ হইয়াছে—আউর দুইটোকো হামি লোক আলভারেজ পাদ্রীকা পাস্ ভেজ্ দিয়াছে। ধর্ম্ম কটা শুনাইবে—উহাদের জীবন ঢন্য হইয়া যাইবে। টুমি আউর দুই চারঠো বহুৎ সুন্দরী দেখো চিণ্টাহরি!

চিন্তা। ময়ূখকে চেন হুজুর?

গঙ্গা। মাউখ্? যুবতী আওর সুন্দরী আছে?

চিন্তা। আরে না না হুজুর! আমাদের বড় রাজকুমার—সেই যে খালি পাখী শিকার করে বেড়ায়।

গঙ্গা। হ্যাঁ,—হ্যাঁ,—

চিন্তা। ওর সঙ্গে একটা মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে,—খুব সুন্দরী। ওকে ধরে নিয়ে যেতে পার?

গঙ্গা। আলবৎ পারবে। টুমি লোক ডেখাইযা ডিবে চল!

চিন্তা। সাহেব – সাহেব—

গঙ্গা। ক্যা? যুব্টী আস্ছে?

চিন্তা। না সাহেব! তুমি ওদিকে একটু হাওয়া খাওগে,—রাজকুমার এদিকে আসছে! ওর কাছ থেকে ভাওতা দিয়ে মমতার সংবাদটা নিযে নেবো,—তার পর একেবারে তোমাদের হাতে তুলে দেবো। কেমন?

গঙ্গা। বহুৎ আচ্ছা চিণ্টাহরি! টুমাকে হামি লোক বহুৎ পিয়ার করে।

প্রস্থান

চিন্তা। নচ্ছার ব্যাটারা! আমার মুখে চূণকালি দিয়েছিস,—দেশ ছাড়্খার্ কচ্ছিস্! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্‌বো! আমার প্রতিশোধের আগুন তোদের দিযেই জ্বালবো! অত্যাচারের চরম সীমায় এলে তবে দেশ জাগবে—তবে আমার জ্বালা জুড়্‌বে!

ময়ূখনারায়ণের প্রবেশ

ময়ূখ। এই যে দেওয়ানজী মশাই! দূর থেকে দেখতে পেলাম,—বোম্বেটে গঞ্জালিস্ আপনার সঙ্গে কথা বলছিলনা?

চিন্তা। হ্যাঁ রাজকুমার! এইমাত্র সে তার বজরায় চলে গেল! তাকে কি আপনার প্রয়োজন আছে? ডাক্‌বো?

ময়ূখ। প্রয়োজন নেই! আমি ভেবে আশ্চর্য্য হযে যাই দেওয়ানজী মশাই, আপনারা কি বলে এই বোম্বেটেদের অত্যাচারের আগুনে ইন্ধন যোগান! কি আপনাদের স্বার্থ?

চিন্তা। ভয়ে,—রাজকুমার,—ভযে!

ময়ূখ। ভয়ে? এ রাজ্যের যারা মালিক তারাওকি ওই বিদেশী দস্যুদের ভয করে চল্‌বে? তা হলে বৃথা এই রাজগিরির অভিনয় কেন? রাজ্যটা ওদেরই হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোন্‌না!

চিন্তা। ওরাতো রাজ্য চায়না রাজকুমার! ওরা চায় এদেশে শুধু বাণিজ্য, আর একটু আমোদ,—স্ফূর্ত্তি?

ময়ূখ। না, না,—আপনারা বুঝতে পাচ্ছেননা দেওয়ানজী মশাই!

আজ ওরা চায বাণিজ্য কিন্তু কাল চাইবে রাজ্য। ওদের যত আস্কারা দেবেন, লোভ ততই বেড়ে যাবে। শুধু এরা নয়,—এদের দেখাদেখি এদেশে আজ এসে ঢুকছে ইংরেজ—ফরাসী-ওলন্দাজ! এদের কি শুধু বণিক্ বলেই আপনারা ভেবে রেখেছেন? মোটেই তা নয! বাণিজ্যের পেছনে উঁকি মারছে এদের দুর্দ্দমনীয় রাজ্য বিস্তারের লিপ্সা। দেশের মঙ্গল যদি চান দেওয়ানজী মশাই, কিছুতেই এদের প্রশ্রয় দেবেননা,—এখনও সময আছে,—সাবধান!—

প্রস্থান

চিন্তা। আগুনের ফুলকি! আগুনের ফুলকি! এখন চাই শুধু ইন্ধন—আর একটু বাতাস! দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌বে। সে আগুনে ভস্ম হবে ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের দল—অত্যাচারী অনুপ-নারাযণের পাপের রাজত্ব, সে আগুনে শান্ত হবে আমার এই হাড় পাঁজর ভাঙ্গা বুক শান্ত হবে আমার অত্যাচারীতা ধর্ষিতা স্ত্রী যমুনার অশান্ত হৃদয়!

দ্রুত প্রস্থান

অপর দিক হইতে মমতাকে সঙ্গে করিয়া ময়ূখ প্রবেশ করিলেন

ময়ূখ। এ তোমার কি ছেলেমানুষি মমতা? চারিদিকে বোম্বেটেরা রয়েছে, আর তুমি একা রাস্তায়?

মমতা। (হাসিয়া) বোম্বেটেদের যারা ভয় করে করুক। আমি বোম্বেটেদের ভয় করলে যে তোমার কলঙ্ক?

ময়ূখ। না, না, পরিহাসের কথা নয় মমতা! যা দিনকাল পড়েছে, একটু সাবধানে চলাফেরা করো।

মমতা। আজ ক'দিন আমাদের বাড়ী যাওনি কেন?

ময়ূখ। নানা কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম,—তাই তোমাদের বাড়ী আমি যেতে পারি নি মমতা! তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো ভালই হলো— শোন, আমাকে কালই ভীমাশ্ব ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মমতা। চলে যেতে হবে! কেন?

ময়ূখ। আমি সপ্তগ্রাম যাচ্ছি। ফিরে এসে সব বল্‌বো।

মমতা। কবে ফির্‌বে?

ময়ূখ। কবে ফিরবো? তাতো জানিনা মমতা! কাজ শেষ হ'লেই ফিরবো।

মমতা। হঠাৎ তোমার সেখানে এমন কি কাজ পড়লো যে কালই চ'লে যেতে হবে? . (হাসিয়া) পাখী শিকার নয়তো?

ময়ূখ। না মমতা, আর পাখী শিকার নয়। পাখী শিকার করা আমি জন্মের মত ছেড়ে দিয়েছি। এখন সপ্তগ্রামের কোন্ পথটা ঠিক সোজা আগ্রায় চলে গেছে তারই সন্ধান আমাকে করতে হবে!

মমতা। ও! তা হলে সোজা কথায় বল যে আমাকে এখানে ফেলে রেখে তুমি আগ্রা যাচ্ছ!

ময়ূখ। তুমি অভিমান করোনা মমতা! আগ্রায় আমাকে যেতেই হবে।

তুমি ত জান, আমি চিরদিন লক্ষ্মীহীন ছিলাম। বনে বনে শুধু পাখী শিকার করেই বেড়িয়েছি। তার পর আমার এই লক্ষ্মীর সন্ধান যেদিন আমি সত্যি পেলাম, সেদিন চোখ মেলে চেয়ে দেখি যে তাকে বরণ করে তোলবার মতন ঘর আমার একটিও নেই। তাই আমি আগ্রা যাচ্ছি মমতা! যতদিন না ফিরি, সাবধানে থেকো। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো যেন ফিরে এসে আমার গৃহলক্ষ্মীকে মনের মতন ঘরে আমি প্রতিষ্ঠা করতে পারি! সন্ধ্যে হয়ে গেল,—চল তোমায় বাড়ী রেখে আসি!

উভয়ের প্রস্থান

অপর দিক হইতে চিন্তাহরি এবং গঙ্গালিসের প্রবেশ

চিন্তা। সাহেব, সাহেব,—ওই সেই মেয়েটা! কেমন? পছন্দ হচ্ছে? উঁ! একেবারে দন্তপাটি বিকশিত!

গঙ্গা। ঠিক হ্যায় চিণ্টাহরি! একদম্ তাজা!

চিন্তা। এখন বজ্‌রায় চল! ব্যবস্থা কচ্ছি!

গঙ্গা। বহুৎ আচ্ছা! চলো!

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রাজা অনূপনারায়ণের উদ্যান বাটী। কাল,—সন্ধ্যা। একটি সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত কক্ষ। পশ্চাতে জানালার ধারে একটি সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর বসিয়া রাজা অনূপনারায়ণ আলবোলায় তামাক খাইতেছিলেন। একধারে আরাম কেদারায় বসিয়া আলভারেজ, গঞ্জালিস্, ডাকুন্-হা প্রভৃতি পর্ত্তুগীজগণ সুরাপান করিতেছিল। কক্ষের মাঝখানে একটি সুদৃশ্য গালিচা। কয়েকটি সুন্দরী নর্ত্তকী তদুপরি নৃত্যগীত করিতেছিল। দেওয়ান চিন্তাহরি এদিক সেদিক ঘুরিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন।

নৃত্য গীত

কেন চঞ্চল অঞ্চল দুলিয়া ওঠে রহি রহি।
মুহু মুহু কুহু কুহু কুহরি কহে
এলে কে বিরহী॥
কেন নূপুর বেজে ওঠে ছন্দে,
দোলা লাগে অঙ্গে আনন্দে,—
দখিণ হাওয়া কেন অধীর হল হেন,
কুসুমের কানে যায় কি কথা কহি॥

গঞ্জালিস। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা! জবর ড্যান্স্ হইলো চিণ্টাহরি! ইস্কো বক্‌শিষ ডেও!

চিন্তাহরি। বক্‌শিষ পাবে বৈকি হুজুর! নিশ্চয় বক্‌শিষ পাবে। মহারাজের হুকুম হলেই পাবে।

গঞ্জালিস। আরে হামি লোক হুকুম দিচ্ছে! রাজা তো খালি মঞ্জুর করিবে!

চিন্তাহরি। নিশ্চয়, নিশ্চয়! নাচটা আপনার কেমন লাগলো পাদ্রী হুজুর?

আল্‌ভারেজ। নাচ ভাল লাগিলো, লেকিন গাহান্ হামি লোক কুছ্ সমঝ্ করিতে পারিলো না!

চিন্তাহরি। এর চেয়েও ভাল গান হবে হুজুর!

আল্‌ভারেজ। হোবে?

চিন্তাহরি। খুব ভাল গান হবে। আগ্রা সহরের সেরা বাইজী মেহেরাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। এখনি সে এলো বলে

গঞ্জালিস। কোন্ আস্‌ছে?

চিন্তাহরি। মেহেরা বাইজী। বাদ্‌শার রাজধানী আগ্রা সহরের সব চেয়ে সুন্দরী বাইজী!

আল্‌ভারেজ। বহুৎ আচ্ছা! বাইজী হামাদের ভাল গাহান্ শুনাইবে, আউর হামি লোক উহাকে ত্রাণকর্ত্তার নাম শুনাইবে!

চিন্তাহরি। বাঃ বাঃ—পাদ্রীবাবা দয়ার অবতার!

আল্‌ভারেজ। টুমি কি বল্‌ছে চিণ্টাহরি?

চিন্তাহরি। তোমাদের ত্রাণকর্ত্তার নাম তুমি বাইজীকেও শোনাবে বাবা?

আল্‌ভারেজ। হাঁ চিন্তাহরি! পরমপিতা উহাকে দয়া করিবে!

চিন্তাহরি। ওঃ কি দয়া! তুমি বাবা একেবারে যাকে বলে দয়ার সমুদ্র!

অনূপ। দেওয়ান!

চিন্তাহরি। মহারাজ?

অনূপ। নর্ত্তকীদের পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বল।

চিন্তাহরি। যে আজ্ঞে মহারাজ। (নর্ত্তকীদের প্রতি) যাও, তোমরা পাশের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ কর,—বক্‌শিষ পাবে।

নর্ত্তকীগণ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল

আল্‌ভারেজ। রাজা!

অনূপ। বল সাহেব।

আল্‌ভারেজ। টুমাকে হামরা খুব বড় রাজা করিয়া দিবে।

অনূপ। সেই আশাতেই তো তোমাদের আমি সব দিক দিয়ে সাহায্য কচ্ছি।

আল্‌ভারেজ। আংরেজ, ফরাসী, দিনেমার, কোই যেন ঘুচ্‌তে না পারে!

অনূপ। তোমরা সাহায্য করলে কেউ পারবে না সাহেব।

আল্‌ভারেজ। হামার দেশ থেকে কামান আসিবে, বন্দুক আসিবে! সব কুছ্‌ হামি টুমাকে দিয়া দিবে!

অনূপ। তোমাদের অনুগ্রহ।

আল্‌ভারেজ। হাম্‌রা টুমাকে বাদ্‌শার চেয়ে বড় করিয়া দিবে।

অনূপ। শুধু লাঠি সম্বল করেই আমরা রাজ্য চালাই সাহেব! তোমাদের অস্ত্র পেলে আমরা দুর্ব্বার শক্তির অধিকারী হব!

গঞ্জালিস। টুমি আরাম সে রাজ্য চালাইবে, আউর হাম্‌রা? হাম্‌রা ক্যা করিবে?

অনূপ। বাণিজ্য!

গঞ্জালিস। যখন মাল বেচা কেনা করিটে করিটে হায়রাণ হইয়া পড়িবে?

চিন্তাহরি। তখন চিৎ হয়ে পড়ে আল্‌বোলায় তামাক টানবে!

গঞ্জালিস। ঠিক হ্যায়! লেকিন্ পাশে কোন্ থাকিবে?

চিন্তাহরি। যাকে চাইবে!

গঞ্জালিস। বহুৎ খাপসুরৎ আউরৎ!

চিন্তাহরি। তাই পাবে।

গঞ্জালিস। একদম্ তাজা যুবটী!

চিন্তাহরি। হ্যাঁ, হ্যাঁ সাহেব! তাই পাবে।

গঞ্জালিস। টুমি রাজা বাত্ মাফিক কাম করো না!

অনূপ। কোনও দিন তো অভাব হয়নি সাহেব! এ কথা বল্‌ছো কেন?

গঞ্জালিস। বাঙ্গালী আউরৎ বহুৎ ঠাণ্ডা আছে। আগ্ নেই! আঁখ্‌মে আগ্ হোবে, কলিজামে আগ্ থাক্‌বে, আউর হাসিভি হোবে আগ্‌কা মাফিক,—এ্যায়সা! হুঁ!

চিন্তাহরি। বেশ তো! তার জন্য ভাবনা কি? আগুন্ তোমার জন্য এখনি আস্‌ছে সাহেব!

গঞ্জালিস। আস্‌ছে?

চিন্তাহরি। হ্যাঁ, দেখো যেন মুখ না পুড়ে যায়!

গঞ্জালিস। হাঃ হাঃ হাঃ—

প্রহরীর প্রবেশ

অনূপ। কি সংবাদ?

প্রহরী। মেহেরা বাইজী সিংহদ্বারে উপস্থিত!

অনূপ। তাকে সম্ভ্রমের সঙ্গে এখানে নিয়ে আয়!

প্রহরীর অভিবাদন করিয়া প্রস্থান

চিন্তাহরি। আল্‌ভারেজ হুজুর! বাইজী এসে পড়েছে! ভাল গান কাকে বলে এবার শুন্‌বে!

গঞ্জালিস। বহুৎ আচ্ছা চিণ্টাহরি! বাইজী হামাদের খোস্ করিতে পারে তো উহাকে হামিলোক সাথে লিয়ে যাবে। ডেশ দেখাইবে, ইনাম ডিবে,—

আলভারেজ। আউর ধর্ম্ম কথা ভি শুনাইবে!

ইনায়েৎ খাঁকে সঙ্গে করিয়া অনুচরগণের সহিত মেহেরার প্রবেশ এবং সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন

অনূপ। এই যে আসুন! আসন গ্রহণ করুন। আপনার আগমনে আমার এই গরীবখানা আজ ধন্য হলো!

মেহেরা। আমাকে অপরাধী করবেন না মহারাজ। আপনার বিনয় নম্র ব্যবহারে আমি লজ্জিত হচ্ছি।

অনূপ। আপনার গুণের খ্যাতি ভারতবর্ষের কে না জানে? শাহান্‌শা বাদ্‌শার দরবারে আপনার সম্মানের কথাও কারো কাছে অজানা নয়!

মেহেরা। মহারাজ, দেশ পর্য্যটন করা আমার একটা রোগ! কাশ্মীর, পাঞ্জাব, সুরাট, গুজ্‌রাট,—সব দেশই বেড়িয়ে দেখে এসেছি। আপনাদের এই শস্যশ্যামলা বাঙ্‌লা দেশ পূর্ব্বে কখনও দেখিনি। এবার এখানে এসে আমার সে সাধও পূর্ণ করে যাচ্ছি। আপনাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, দেশবাসীদের সুমিষ্ট ব্যবহারে, সৌজন্যে, আতিথ্যে, আমি মুগ্ধ! উত্তর বাঙ্‌লায় এসে অনেক দিন থেকেই আমার সাধ ছিল আপনার দৌলতখানা দেখে যাব। আপনার কৃপায় আমার সে আকাঙ্ক্ষাও আজ পরিতৃপ্ত হলো!

অনূপ। আমার কৃপা নয় বিবিসাহেবা,—আপনার অনুগ্রহ!

মেহেরা। আপনার দরবারে এঁরা কারা মহারাজ?

অনূপ। আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ইনি হচ্ছেন পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মযাজক আল্‌ভারেজ। আর উনি হচ্ছেন পর্ত্তুগীজ বণিক গঞ্জালিস্। আমার উপর এঁদের অনুগ্রহ অসীম।

মেহেরা। আর ইনি?

অনূপ। ইনি? ইনি আমার রাজ্যের দেওয়ান চিন্তাহরি চট্টোপাধ্যায়।

চিন্তাহরি। বলতে দ্বিধা নেই বিবিসাহেবা! আমার উপরেও এই সাহেব হুজুরদের অনুগ্রহ কম নয়। কতকাল যে এঁদের অনুগ্রহের বোঝা আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে তা জানেন একমাত্র অন্তর্য্যামী!

অনূপ। তোমাকে যেন আজ একটু অসুস্থ বলে বোধ হচ্ছে চিন্তাহরি?

চিন্তাহরি। আজ্ঞে না মহারাজ! এর চেয়ে সুস্থ বোধ হয় আমি আর কোন দিনই ছিলাম না!

অনূপ। তবু আবশ্যক বোধ করলে তুমি বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার!

চিন্তাহরি। অশেষ ধন্যবাদ মহারাজ! কিন্তু বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নেই!

গঙ্গালিস। চিণ্টাহরি!

চিন্তাহরি। হুজুর!

গঙ্গালিস। এখন গাহান্ হোবে তো?

চিন্তাহরি। বিবিসাহেবা! সাহেব হুজুর আপনার একখানা গান শুনতে চাইছেন। যদি আপনার অসুবিধে না হয় তাহলে মেহেরবাণী করে,—

মেহেরা। মেহেরবাণী কেন বলছেন? গান গাইতেই তো আমি এসেছি! মহারাজ, কি গাইবো অনুমতি করুন!

অনূপ। আপনার অভিরুচি!

মেহেরার গীত

গোলাব গুলের পিয়ালাতে।
সুরভি সরাব ঝরে চাঁদিনী রাতে॥
চামেলী ফুলের আতর মাখি,
বিলাসী বুলবুল্ কহিছে ডাকি,—
প্রেমাবেশে কার আজ ঢুলু ঢুলু আঁখি,
কণ্টক ফোটে কার ফুল বিছানাতে॥

গান শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় গঙ্গালিস্ চিন্তাহরিকে ইঙ্গিত করিল। চিন্তাহরির ইঙ্গিতে রাজা অনূপ নারায়ণ মেহেরার অলক্ষ্যে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। চিন্তাহরিও তৎপশ্চাৎ চলিয়া গেলেন।

মেহেরা। একি হলো? মহারাজ কোথায় গেলেন? দেওযানজী মশাইও নেই দেখছি। এর কারণ?

মেহেরা চাহিয়া দেখিলেন, আলভারেজ এবং গঞ্জালিস তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

(উচ্চৈঃস্বরে) দেওয়ানজী মশাই! দেওয়ানজী মশাই!

গঞ্জালিস। সুন্দরী! চিণ্টাহরি আউর আসবে না!

মেহেরা। আস্‌বে না? সে কি?

গঞ্জালিস। রাজাভি আউর আসবে না! হাঃ হাঃ হাঃ—

মেহেরা। তাহলে আমিও যাই! আমারও এখানে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। ইনায়েৎ খাঁ,—চল, এখনি বজরায ফিরতে হবে!

গঞ্জালিস। সুন্দরী! যাইবার রাস্তাভি সব বন্ধ্ আছে!

মেহেরা। তবে, তবে কি আজ আমি এখানে বন্দী?

গঞ্জালিস। টুমি হামাদের কাছে বন্দী। টুমাকে হামিলোক সাথে লিয়ে যাবে।

মেহেরা। আমাকে নিয়ে যাবে?

গঞ্জালিস। হাঁ সুন্দরী!

মেহেরা। সে কি!

আলভারেজ। ধর্ম্ম কথা শুনাবে! ত্রাণকর্ত্তার নাম শুনাবে!

মেহেরা। (চিৎকার করিযা) দেওয়ানজী মশাই! দেওয়ানজী মশাই,—

গঞ্জালিস্ নিকটবর্ত্তি হইল

ইনায়েৎ। এইও! খবরদার!

আলভারেজ তাহার পথরোধ করিল

মেহেরা। সরে যাও,—আমার কাছে এসো না! সরে যাও, সরে যাও!

গঞ্জালিস। তা হোবে না বাইজী। হামি টুমাকে সাথে লিয়ে যাবে! —চলো!

মেহেরার হাত ধরিল

মেহেরা। কে আছ? রক্ষা কর, রক্ষা কর,—এই পাষণ্ডের হাত থেকে আমায় বাঁচাও।

ইনায়েৎ। কে আছ? রক্ষা কর, রক্ষা কর!

সহসা পশ্চাতের জানালা ভাঙ্গিয়া ময়ূখ এবং বলাই প্রবেশ করিলেন। ময়ূখের হাতে পিস্তল।

ময়ূখ। হুঁসিয়ার শয়তান! এখনও নিবৃত্ত হও, নতুবা তোমাকে হত্যা করতেও আমি দ্বিধা করবো না!

গঞ্জালিস। (পশ্চাতে হটিয়া) এই, টুম্ কোন্ হ্যায়?

ময়ূখ। আমি বাঙ্গালী! বাঙ্‌লাকে তোমরা মৌচাক মনে করেছ, না? তাই সব মধু লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে জুটেছ? কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে বাঙ্‌লার বুকের উপর তোমাদের পৈশাচিক লীলা আর চলবে না! এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও—!—যাও! বিলম্ব করো না!

বলাই। বেরিয়ে যা শয়তানের দল!

গঞ্জালিস। বাঙ্গালী! টুম্‌কো হামি ডেখিয়ে লেবে!

আলভারেজ। হাঁ ডেখিয়ে লেবে!

প্রস্থান

ময়ূখ। বলাইদা !

বলাই। মহারাজ ?

ময়ূখ। হিংস্র জানোয়ারদের খুঁচিয়ে গর্ত্ত থেকে বার করে দিয়েছি। বাঙ্লার বুকে ওরা হিংসার তাণ্ডব চালাবে ! শুধু পিতার হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার নয়, সারা বাংলাকে পর্ত্তগীজের উপদ্রব থেকে মুক্তি দেবার গুরুদায়িত্ব আমরা কাঁধে তুলে নিয়েছি ! এখনি সপ্তগ্রামে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। (মেহেরাকে) আপনি আমার সঙ্গে আসুন ! আপনার বজ্‌রায় যাবেন চলুন !

মেহেরা। ভদ্র ! আপনি কি দেবদূত ? আপনার পরিচয় ?

ময়ূখ। পরিচয় ? গৃহহারা সর্ব্বহারার দেবার মত কোন পরিচয় তো আমার নেই ! শুধু জেনে রাখুন, আমি নির্য্যাতিতা, নিপীড়িতা, লাঞ্ছিতা বাঙলার একজন দীনতম শক্তিহীন সন্তান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সপ্তগ্রামে মোগল কিল্লার অভ্যন্তর ভাগ। একটী সুপ্রসস্ত কক্ষে সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর বসিয়া ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ আফিমের নেশায় বুঁদ হইয়া ঝিমাইতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে আলবোলায় টান দিতেছিলেন। দেওয়ালের চতুর্দ্দিকে বন্দুক, ঢাল, তরবারি, বর্শা ইত্যাদি নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিতেছিল। ইয়াকুব আলি একটা মরিচাধরা বন্দুক ঝামা ঘর্ষণে পরিষ্কার করিতেছিল।

কলিমুল্লা। ইয়াকুব!

ইয়াকুব। হুজুর।

কলিমুল্লা। তুমি একটী ব্যাকুব।

ইয়াকুব। ব্যাকুব কেন হুজুর ?

কলিমুল্লা। [নিরুত্তর]

ইয়াকুব। আমি ব্যাকুব কিসে হুজুর ?

কলিমুল্লার নাসিকা ভীষণভাবে গর্জ্জন করিতেছিল। ইয়াকুব হতাশ হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল এবং নিজের কাজে মন দিল

কলিমুল্লা। [ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে] এইও,—ইয়াকুব ব্যাকুব,—খানা খেতে মজবুত খুব।

ইয়াকুব। হুজুরে তো হাজিরই রয়েছি হুজুর! কি বল্‌বেন, মেহেরবাণী ক'রে বলেই ফেলুননা?

কলিমুল্লা। ইধার আও,—ইধার আও!

ইয়াকুব। এসেছি হুজুর!

কলিমুল্লা। কান পাকড়ো।

ইয়াকুব। কার কান হুজুর?

কলিমুল্লা। চোপরও ব্যাকুব।

ইয়াকুব। আজ্ঞে, কসুরটা কি হ'য়েছে, বলুননা?

কলিমুল্লা। আমি হচ্ছি, সুবা বাংলার অন্তঃর্গত সপ্তগ্রাম কিল্লার একমাত্র ফৌজদার কলিমুল্লা খান্ বাহাদুর! আর তুমি আমায় বল কিনা একটী ছোট্ট কথা "হুজুর"? তুমি আলবৎ ব্যাকুব!

ইযাকুব। আজ্ঞে, তা হ'লে কি বল্‌ব?

কলিমুল্লা। বল্‌বে—জনাব্! খোদাবন্দ্।—বুঝ্‌লে?

ইয়াকুব। আচ্ছা, এবার থেকে ঠিক মনে থাক্‌বে হুজুর।

কলিমুল্লা। ফের্ হুজুর?

ইয়াকুব। আর বল্‌বোনা হুজুর!

কলিমুল্লা। আবার?

ইয়াকুব। আজ্ঞে হুজুর আর বল্‌বোনা।

কলিমুল্লা। এইও ব্যাকুব্! তব্‌ভি হুজুর?

ইয়াকুব। আজ্ঞে, আমিতো ব'লেইছি হুজুর আর বল্‌বোনা।

কলিমুল্লা। এইও উল্লু! চোপ্ রও!

ইয়াকুব। [হতাশভাবে] তবে খোদাবন্দ আর বল্‌বোনা।

কলিমুল্লা। ঠিক হ্যায়—আভি ঠিক হ্যায়। যাও, জল্‌দি গুলি লে আও।

ইয়াকুব। আজ্ঞে কিসের গুলি? বন্দুকের না কামানের?

কলি। আরে ব্যাকুব,—মৌতাতের—মৌতাতের!

ইয়াকুব। [নিকটস্থ কৌটা হইতে খুলিয়া] হাঁ করুন খোদাবন্দ! [কলিমুল্লা মুখব্যাদান করিলেন] এক, দুই, তিন,—আরও দেব জনাব?

কলিমুল্লা। হাঁ—হাঁ—

ইয়াকুব। চার, পাঁচ, ছয়, সাত,—

কলিমুল্লা। ব্যস্!—ঠিক হ্যায়! ঠিক হ্যায়!

ইয়াকুব। আজ্ঞে, এখন কি কর্‌বো জনাব।

কলিমুল্লা। বন্দুক সব পরিষ্কার হ'য়েছে?

ইয়াকুব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কলিমুল্লা। কই দেখি?

ইয়াকুব। [বন্দুক আনিয়া] এই দেখুন,—বিলকুল সাফ হ'য়ে গেছে।

কলিমুল্লা। এঃ—এ যে সব কালো রয়েছে। সাফ হ'য়েছে কই?

ইয়াকুব। আজ্ঞে, লোহা কি আর বকের পাখনার মতন সাফ হয় জনাব?

কলিমুল্লা। তা না হ'লে চল্‌বে কেন? পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়াই, সাদা আদমী মার্‌তে হবে,—হাতিয়ার সাফ না হ'লে চল্‌বে কেন? যাও আরও ঘসো গিয়ে।—যাও।

ইয়াকুব। যাচ্ছি হুজুর থুড়ি,—জনাব !

কলিমুল্লা। হ্যাঁ, দেখ, আসাদ খাঁ সাহেব কিল্লায় ফিরে এসেছেন কি ?

ইয়াকুব। আজ্ঞে না।

কলিমুল্লা। এখন বেলা কত ?

ইয়াকুব। অনেক।

কলিমুল্লা। তবু কতটা হবে ?

ইয়াকুব। আজ্ঞে, মাথার উপর থেকে মক্কার দিকে খানিকটা হেলে পড়েছে।

কলিমুল্লা। কি হেলে পড়েছে ?

ইয়াকুব। আজ্ঞে, সূয্যি !

কলিমুল্লা। আন্দাজ কতটা হেলে পড়েছে ?

ইয়াকুব। তা, হাত তিনেক প্রায় হবে।

কলিমুল্লা। ইস্ ! তাইতো ! ওমরাহ সাহেব এখনো ফিরে এলেন না কেন ?

ইয়াকুব। আজ্ঞে, তাতো বল্‌তে পারিনা জনাব !

কলিমুল্লা। আচ্ছা যাও,—তুমি নিজের কাজে যাও !

ইয়াকুব। একটা খবর আছে জনাব !

কলিমুল্লা। কি খবর ?

ইয়াকুব। মেহেরা বিবি কাল ফিরে এসেছেন।

কলিমুল্লা। ফিরে এসেছেন ? কোথায় আছেন তিনি ?

ইয়াকুব। এখানে—এই সপ্তগ্রামে। নয়া সড়কের উপর একটা দোতালা বাড়ীতে।

কলিমুল্লা। তা,—কেল্লায় না এসে তিনি আলাদা কুঠী নিলেন কেন ?

ইয়াকুব। তা কেমন করে বলবো জনাব ?—বিবির মর্জ্জি।

কলিমুল্লা। ঠিক হ্যায়। মুন্সী সাহেবকে ব'লে দাও, আগ্রায় যেন শাহান্ শা বাদশাকে লিখে দেয় যে বিবি সাহেবা ঠিক হ্যায়।

ইয়াকুব। যো হুকুম।

কলিমুল্লার নাসিকাগর্জ্জন মৃদু হইতে ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়া ভীষণভাব ধারণ করিল। এমন সময় আসাদ খাঁ এবং ময়ূখ ব্যস্তভাবে সেইকক্ষে প্রবেশ করিলেন। উভয়েই আহত। ময়ূখের বাহুমূল হইতে তখনও রক্তধারা বাহির হইতেছিল।

আসাদ। (ব্যস্তভাবে) ফৌজদার সাহেব !

কলিমুল্লার নাসিকা পূর্ব্ববৎ গর্জ্জন করিতেছে

আসাদ। (উচ্চৈঃস্বরে) ফে জদার সাহেব ! কলিমুল্লা-খাঁ !

কলিমুল্লা। (সুপ্তোত্থিত ভাবে) এঁ্যা ! জনাব !—খোদাবন্দ্ !

আসাদ। পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা সপ্তগ্রামের বাজার আক্রমণ ক'রেছে ! অবিলম্বে পাঁচটা তোপ আর তিন শো ফৌজ সেখানে পাঠিয়ে দাও !

কলিমুল্লা। এঁ্যা ? শোভান্ আল্লা।

ইয়াকুব। ইয়া আল্লা !

আসাদ। দেরী ক'রো না ! বিলম্বে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে।

কলিমুল্লা। (চীৎকার করিয়া) এই ও ইয়াকুব আলি খাঁ !

ইয়াকুব। হুজুর! জনাব!

কলিমুল্লা। হুকুম তামিল কর! আভি হুকুম তামিল কর।

ইয়াকুব ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বাহির হইতে সৈন্যদের কোলাহল এবং বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাইতে লাগিল

কলিমুল্লা। জনাবের হাতে ও কার বন্দুক?

আসাদ। একজন পর্ত্তুগীজ দস্যুর!

কলিমুল্লা। পর্ত্তুগীজ দস্যুর?

আসাদ। হ্যাঁ ফৌজদার সাহেব! এই বাঙ্গালী যুবক আজ পর্ত্তুগীজ দস্যুর হাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা করেছে। সাহসী যুবক! তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ। কিন্তু, তুমি আহত। এখানে ক্ষণেক বিশ্রাম গ্রহণ করে একটু সুস্থ হও!

ময়ূখ। জনাব, এ আঘাত অতি সামান্য। বিশ্রামের কোন প্রয়োজন হবে না।

আসাদ। তুমি আজ দু'জন পর্ত্তুগীজ দস্যুর প্রাণ হরণ করেছ। সপ্ত গ্রামের পথ তোমার পক্ষে আজ মোটেই নিরাপদ নয়! দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে ফৌজ দিচ্ছি,—তারা তোমায় গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবে।

ময়ূখ। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জনাব! ফৌজ সঙ্গে দেবার কোনও দরকার নেই। আপনার আশীর্ব্বাদে, আমার হাতে এই পিস্তল থাকতে, আমি একা একশো ফিরিঙ্গীর মোহড়া নিতে পারি। তারা আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে

না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন খোদাবন্দ, আমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরে যেতে পারবো! সেলাম!

আসাদ। সেলাম! বন্ধু, তোমার পরিচয় আমায় দিলে না। কিন্তু, মনে রেখো, তোমার সত্য পরিচয় আমি নিশ্চয়ই সংগ্রহ করবো। নিজের প্রাণ দাতাকে ওমরাহ আসাদ-খাঁ তার জীবনে ভুল্‌বে না।

ময়ূখ। আপনিই আসাদ খাঁ? দিল্লীর নাওয়ারার শ্রেষ্ঠ ওমরাহ!—আমার পিতৃবন্ধু জনাব আসাদ খাঁ? (সম্মুখে নতজানু হইয়া) অধীনের সহস্র সহস্র সেলাম গ্রহণ করুন খোদাবন্দ! আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই আজ আমি আপনার সাক্ষাৎ পেলাম।

আসাদ। কে তুমি? কে তুমি যুবক?

ময়ূখ। আমি পরগণা বারবক্ সিংহের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা দেবেন্দ্র নারায়ণের পুত্র ময়ূখ।

আসাদ। মহারাজা দেবেন্দ্র নারায়ণের পুত্র তুমি? আমিও কতকটা তাই অনুমান করেছিলাম বৎস! তা নইলে, এমন বীরত্ব অন্যে সম্ভব নয়—অপরে সম্ভব নয়! (আলিঙ্গন) তুমি এখানে সপ্তগ্রামে কোথায় আছ?

ময়ূখ। শ্রেষ্ঠী গোকুল বিহারী সেনের বাড়ীতে। তিনি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করেন।

আসাদ। তোমার কথা শুনে আশ্বস্ত হ'লাম। সপ্তগ্রামে গোকুল বিহারীর প্রতিপত্তি অসীম।

ময়ূখ। আমার অনেক দুঃখের কাহিনী আপনাকে বল্‌বার আছে

খোদাবন্দ। কিন্তু আজ আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। অন্যদিন এসে আপনাকে বল্‌বো। সেলাম!—সেলাম ফৌজদার সাহেব!

আসাদ। দাঁড়াও যুবক!

ময়ূখ। আমায় বাধা দেবেন না জনাব। সহরে বহুলোক বিপন্ন! যেতেই হবে আমাকে!

আসাদ। না, না, যুবক! এ অবস্থায় বাইরে যাওয়া অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল।

ময়ূখ। বিপদ? বিপদকে আমি কণ্ঠের ভূষণ করেছি জনাব! বিপদে আমার ভয় নেই।

দ্রুত প্রস্থান

আসাদ। শোন, শোন,—তুমি যেওনা,—যেওনা উন্মাদ! নাঃ—চলে গেল, শুন্‌লে না!

কলিমুল্লা। মরবে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

সপ্তগ্রামে মেহেরার বাটী। দ্বিতলস্থ একটী কক্ষে বসিয়া তিনি সেতার সংযোগে একটি সুমিষ্ট রাগিণী আলাপ করিতেছিলেন। দূর হইতে মাঝে মাঝে জনতার কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল। বারান্দার দিকে দরজার পাশে ইনায়েৎ খাঁ দণ্ডায়মান।

ইনায়েৎ। তবু ভাল যে সেতারটা কোল থেকে নামালে।

মেহেরা। (মৃদু হাসিয়া) কেন? আজ তোমার হ'ল কি খাঁ সাহেব? গান ভালো লাগ ছে না?

ইনায়েৎ। না, না, আমি বুঝতে পাচ্ছি না বিবিসাহেবা, তোমারই বা আজ গান ভাল লাগছে কি ক'রে? সকাল থেকে রাস্তার মাঝে বোম্বেটেদের এই হল্লা চলেছে আর তুমি দিব্যি ব'সে গেলে সেতার নিয়ে?

মেহেরা। (মৃদু হাসিয়া) তাতে হ'য়েছে কি? হল্লা হ'চ্ছে রাস্তায়,—বাজারে! আমার ঘরে তো আর নয়? তোমার বুঝি খুব ভয় করছে ইনায়েৎ খাঁ?

ইনায়েৎ। তা চোখের উপর খুন জখম দেখ্‌তে পেলে কার না ভয় করে বিবি সাহেবা?

মেহেরা। এ দিকে ভয় ক'রছে, আবার দেখ্‌বার সাধ ও তো কম নয়? রাস্তার দিকে চেয়ে না থেকে চলে এসো না!

ইনায়েৎ। তোমায় এত ক'রে বল্লাম আগ্রায় ফিরে যেতে—কথাটা তুমি কানেই তুল্‌লে না! কি দরকার ছিল আমাদের এই খুনোখুনীর ভেতর সাত গাঁয়ে থাক্‌বার? ওঃ। বিবি সাহেবা, দেখ্‌বে এস,—দেখ্‌বে এস!—একটা লোক আমাদের বাড়ীর নীচে, রাস্তায় জখম হ'য়ে পড়ে আছে। মাথা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে!

মেহেরা। কই? কই?

ইনায়েৎ। ওই যে! লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছি, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না।

মেহেরা। এ কি? এ যে ময়ূখ!

ইনায়েৎ। ময়ূখ? সেই ভীমাশ্বের রাজার ছেলে?

মেহেরা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ইনায়েৎ খাঁ! তুমি শীগ্‌গীর নীচে যাও, যেমন ক'রে পার ওঁকে তুলে নিয়ে এস! তুমি যাও, যাও খাঁ সাহেব!

ইনায়েৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মেহেরা ইত্যবসরে পালঙ্কের উপরে শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। ক্ষণকাল পরে ইনায়েৎ অপর একজন লোকের সাহায্যে ময়ূখের অচৈতন্য দেহ ধরাধরি করিয়া উপরে লইয়া আসিল

মেহেরা। এই যে,—নিয়ে এস,—নিয়ে এস,—আমার পালঙ্কের ওপর শুইয়ে দাও। ইনায়েৎ খাঁ! ওই পাশের বাড়ীতে একজন বৈদ্য আছেন—

ইনায়েৎ। নিয়ে আস্‌ছি বিবিসাহেবা!

দ্রুত প্রস্থান

মেহেরা একখানি বস্ত্র ছিন্ন করিয়া তাড়াতাড়ি ময়ূখের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে বৈদ্য সঙ্গে করিয়া ইনায়েৎ প্রবেশ করিল। বৈদ্য মেহেরাকে কোন প্রশ্ন না করিয়া ময়ূখের কাছে গেলেন এবং নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মেহেরা। (ব্যস্তভাবে) কেমন দেখ্‌লেন? জীবনের আশা আছে তো?

বৈদ্য। কোন ভয় নেই মা,—আঘাত গুরুতর নয়!

মেহেরা। জ্ঞান ফিরতে আর কত দেরী হ'বে?

বৈদ্য। ঠিক বলা যায় না মা! মস্তিষ্কের আঘাতেই ওকে অচৈতন্য ক'রেছে। তবে সৌভাগ্য এই যে রক্তস্রাবটা অতি সহজেই বন্ধ

হ'য়েছে। কাজেই আমার মনে হয়, জ্ঞান ফিরে আস্‌তে খুব বেশী দেরী নাও হ'তে পারে।

মেহেরা। আপনি কি এখনি চলে যাবেন? জ্ঞান ফিরে আসা অবধি অপেক্ষা করবেন না?

বৈদ্য। প্রয়োজন নেই মা, আবশ্যক বোধ করলে আমি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতাম।

মেহেরা। মঙ্গলময় খোদার ইচ্ছায় আপনার কথাই যেন সত্য হয়।

বৈদ্য। তুমি একটুও ভয় ক'রো না মা, উনি নিশ্চয়ই আরাম হবেন। একজন লোক আমার সঙ্গে দাও।—একটা ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি! রোগী জেগে উঠ্‌লেই গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিও। অবসাদ কেটে যাবে, দেহের শক্তি ফিরে পাবেন। আচ্ছা মা, আমি তাহ'লে এখন আসি।

গমনোদ্যত

মেহেরা। ইনায়েৎ খাঁ! ওঁর সঙ্গে যাও। শীগ্‌গীর ফিরে এস কিন্তু।

ইনায়েৎ। যো হুকুম!

মেহেরা। (বৈদ্যকে) আপনার যৎসামান্য পারিশ্রমিক,—

বৈদ্য। ধন্যবাদ! রোগী আরাম না হ'লে আমি পারিশ্রমিক গ্রহণ করি না মা!

মেহেরা। কিন্তু, ঔষধের মূল্য?

বৈদ্য। তাও নয় মা।

মেহেরা। আপনি মহানুভব! এই বিদেশে আপনার ন্যায় বন্ধু লাভ, আমার পরম সৌভাগ্য।

বৈদ্য। আচ্ছা মা, আমি তাহ'লে এখন আসি।

প্রস্থান

ইনায়েৎ বৈদ্যের অনুসরণ করিল। মেহেরা ত্বরিতপদে ময়ূখের শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন—দেখিলেন ময়ূখের মুখের ভাব ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আশায়, আনন্দে তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ইনায়েৎ ফিরিল কিনা দেখিবার জন্য দ্রুতপদে জানালার কাছে গেলেন,—তারপর ফিরিয়া আসিয়া সেতার কোলে লইয়া বসিলেন। সেতারে দুই একবার ঝঙ্কার দিবার পরেই তিনি চাহিয়া দেখিলেন, ময়ূখ শয্যা হইতে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ছুটিয়া কাছে গেলেন।

মেহেরা। তুমি উঠো না—উঠো না!

ময়ূখ। উঠ্‌বো না? কেন?

মেহেরা। তুমি এখনো দুর্ব্বল! অত্যন্ত দুর্ব্বল,—

ময়ূখ। আমি দুর্ব্বল? (উচ্চ হাস্যে) তুমি আমায় হাসালে মমতা! সত্যি সত্যি হাসালে!

মেহেরা। মমতা! কে মমতা?

ময়ূখ। তুমি আমার কাছে এস মমতা! কাছে এস!

মেহেরা। একি! এ যে বিকারের লক্ষণ! তাইত,—কি হবে?

ময়ূখ। তবু তুমি দূরেই রইলে মমতা?

মেহেরা। না, না, তুমি ভুল বল্‌ছো। মমতা নই,—আমি মেহেরা।

ময়ূখ। মেহেরা?—তুমি পাগল!

মেহেরা। হ্যাঁ বন্ধু, আমি পাগল। তোমার জন্য সত্যি আমি পাগল!

ইনায়েৎখাঁর প্রবেশ

ইনায়েৎ। দাওয়াই এনেছি বিবিসাহেবা।

মেহেরা। (সুপ্তোত্থিতবৎ) এঁ্যা, কে?

ইনায়েৎ। দাওয়াই এনেছি।

মেহেরা। এনেছ? কই? দাও, দাও,—শীগ্‌গির দাও।

ইনায়েৎ। গরম দুধের সঙ্গে খাওয়াতে হবে।

মেহেরা। আমি তার ব্যবস্থা করছি! ইনায়েৎ খাঁ! তুমি শীগ্‌গির বৈদ্যের কাছে ফিরে যাও।

ইনায়েৎ। সে কি? কেন বিবিসাহেবা?

মেহেরা। পথ থেকে মাণিক কুড়িয়ে তুমি আমাকে এনে দিয়েছ ইনায়েৎ খাঁ। কিন্তু আমার নসীব খারাপ! তাকে বুঝি ধরে রাখ্‌তে পারলাম না।

ইনায়েৎ। কেন, কেন বিবিসাহেবা?

মেহেরা। বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

ইনায়েৎ। সে কি?

মেহেরা। তুমি যাও, যাও খাঁ সাহেব—শীগ্‌গির বৈদ্যকে নিয়ে এসো। দেরী ক'রো না!

ইনায়েৎ ছুটিয়া বাহিরে গেল। মেহেরাও প্রদীপের আলো কমাইয়া দিয়া কক্ষান্তরে দ্রুতপদে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে বাহিরে বলাইয়ের উন্মত্ত কণ্ঠের ডাক শোনা গেল।

"মহারাজ! মহারাজ! ময়ূখনারায়ণ"

ডাক শুনিতে পাইয়া ময়ূখ শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন

ময়ূখ। কে? কে ডাকে মহারাজ বলে? ময়ূখনারায়ণ ব'লে? কে? কে তুমি? ভেতরে এসো—ভেতরে এসো—

ছুটিয়া বলাইয়ের প্রবেশ

বলাই। এই যে মহারাজ! ওঃ অনেক কষ্টে খুঁজে পেলাম।

ময়ূখ। এ কি! বলাইদা?

বলাই। হ্যাঁ আমি। শীগ্‌গির বেরিয়ে চল,—শিগ্‌গির! কথার সময় নেই,—আলভারেজ্ আর গঞ্জালিস্ সপ্তগ্রামে এসেছে।

ময়ূখ। এসেছে? কোথায়, কোথায়?

বলাই। ত্রিবেণীর ঘাটে ওদের বজরা! শিগ্‌গির চল,—সাজা দিতে হবে! শেষ কর্‌তে হবে!

ময়ূখ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাজা দিতে হবে, শেষ করতে হবে। তোপের মুখে ফেলে উড়িয়ে দিতে হবে।

বলাই। তোপ? তোপ কোথায় পাব আমরা?

ময়ূখ। আছে বলাইদা। তোপ আমাদের জন্য সাজানো রয়েছে! বারুদ পোরা রয়েছে,—শুধু আগুন দেবো, আর সব উড়ে যাবে—অনাচারী অত্যাচারী,—পর্ত্তুগীজ দস্যুর দল!

বলাই। কিন্তু তুমি যে অসুস্থ!—

ময়ূখ। অসুস্থ? হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি আমার হাত ধর বলাইদা, তুমি আমায় নিয়ে চল। পর্ত্তুগীজ উপদ্রুতা নারীর রুধির তিলক ললাটে নিয়ে আমরা জীবনের যাত্রা সুরু ক'রেছি! তাই অভিশপ্তের মত আমাদের ঘুরে বেড়াতে হ'চ্ছে!—পর্ত্তুগীজের তাজা রক্তে স্নান না করলে আমাদের শাপমুক্তি হবে না! চল, চল বলাইদা।

বলাইয়ের বাহুতে ভর দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

অপর দিক দিয়া ঔষধের পাত্র হস্তে মেহেরার প্রবেশ

মেহেরা। একি! কোথা গেল? কোথা গেল? ময়ূখ! বন্ধু আমার! কোথা তুমি? কোথা তুমি?

ঔষধের পাত্র হস্ত হইতে পড়িয়া গেল

বৈদ্যকে সঙ্গে করিয়া ইনায়েৎ খাঁর প্রবেশ

ইনায়েৎ। বিবিসাহেবা!—রাজপুত্র?

মেহেরা। (হতাশ ভাবে) নেই!—পালিয়েছে!

তৃতীয় দৃশ্য

ত্রিবেণীর ঘাটে একটী বজরার অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠে মমতা দাঁড়াইয়া ছিল।
তাহার পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন, মলিন,—মাথার চুল রুক্ষ, আলু
থালু,—চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট,—দৃষ্টি উদাস। যমুনা পাশে
দাঁড়াইয়া তাহাকে উপদেশ দিতেছিল।

যমুনা। আমার কথা তুই শোন্ মমতা,—লক্ষ্মীটি! কেন অমন কচ্ছিস্? এতে লাভ কি?

মমতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

ছিঃ অমন করতে নেই। আমায় তুই বিশ্বাস কর্ মমতা,—আমা হ'তে তোর কোন অনিষ্ট হবে না।

মমতা। হ্যাঁগা, তুমি বুঝি সূর্পণখা? রাবণরাজা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে?

যমুনা। ছিঃ কেন বাজে ব'ক্‌ছিস্ বল্‌তো?

মমতা। তবে বুঝি মন্থরা? রামচন্দ্রকে বনে পাঠিয়ে সীতার সর্ব্বনাশ কর্‌তে এসেছ?

যমুনা। কেন পাগলামো ক'চ্ছিস্ মমতা? দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না, আমি যে তোরই মতন মানুষ। মন্থরা ফন্থরা আমি কেউ নই মা,—আমিও তোরই মতন অভাগী! আমায় তুই বিশ্বাস কর।

মমতা। না, না, তুমি যদি মন্থরা না হবে তো রামচন্দ্র বনে গেল কেন? সোনারপুরী অযোধ্যা ছারখার হ'য়ে গেল কেন? সীতার অপহরণ হ'ল কেন?

কাঁদিতে লাগিল

যমুনা। কাঁদিস্‌নি মা, কাঁদিসনি। কেঁদে কোন ফল নেই। আমিও কাঁদ্‌তাম, ঠিক এমনি ক'রেই একদিন আমিও কাঁদতাম। কিন্তু কেউ দয়া করেনি। চোখের জল দিয়ে কারও মন ভেজাতে আমি পারিনি। তারপর থেকে বুক বাঁধলাম, বুদ্ধি জোগালো, এরা আমায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। মন ঠিক কর্‌ মা, সাহস করে বুক বাঁধ্‌! ভগবানকে ডাক্‌, দুর্দ্দিন কেটে যাবে।

গঙ্গালিস এবং চিন্তাহরির প্রবেশ

গঙ্গা। কুছ্‌ হইলো যম্‌না? কঠা শুনিলো?

যমুনা। না সাহেব, কিচ্ছু না। কোন কথাই শুন্‌ছে না। একে নিয়ে এখন আমি কি করি তাই শুধু ভাব্‌ছি।

গঙ্গালিস। নেহি, যম্‌ন', টুম্‌ সম্‌জাও, আউর ভালো ক'রে সম্‌জাও। একডম্‌ ঠিক হইয়ে যাবে।

যমুনা। হ্যাঁ, ঠিক হ'য়ে যাবে না ছাই হবে। যাকে বলে বদ্ধ পাগল, এ হ'চ্ছে ঠিক তাই! কেন তোমরা এই পাগলকে ধ'রে আন্‌লে বলতো? একি আর ভাল হবে কোনদিন?

গঙ্গালিস। ব'লো চিণ্টাহরি! আভি ব'লো, ইস্‌কো লেকে হামি ক্যা করবে?

চিন্তাহরি। তাই তো হুজুর!

গঞ্জালিস। আরে, হুজুর হুজুব মাৎ কহো চিণ্টাহরি। টুমি শয়তান আছে! হয়রাণি হইলো, কুছ্ কাম্‌ভি হইলো নাই।

চিন্তাহরি। আমায় বিশ্বাস কর সাহেব, মমতা আগে খুব ভাল ছিল।

যমুনা। (রাগতভাবে) খুব ভাল ছিল! খুব ভাল ছিল তো পাগল হ'য়ে গেল কেন?

গঞ্জালিস। নেহি যম্‌না! হামি লোক জান্‌টো না কি ও পাগলী আছে। চিণ্টাহরিকা বাত। হামি লোক বিশোয়াস্ করিলো,—বাস্,—একদম ঠকিয়ে গেলো।

যমুনা। তোমরা ও মিন্‌সেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ কেন? ও কি ক'রবে?

গঞ্জালিস। মউথকা পাত্তা লিবে। সাটগাঁওমে মউথকা পাত্তা মিল্‌বে তো ব্যস্ চিণ্টাহরি চলিয়া যাবে।

যমুনা। ময়ূর? সে আবার কি? ও মিন্‌সে ময়ূর আবার কোথায় পাবে? সাতগাঁয়ের হাটে তো ময়ূর বিক্রি হয় না!

মমতা। ওগো শোন, শোন,—একটা কথা শোন!

যমুনা। কি কথা? বল্ না?

মমতা। তুমি রামায়ণ প'ড়েছ? বাল্মিকীমুনির রামায়ণ।

যমুনা। পড়েছি বই কি! কেন বল্ তো?

মমতা। সীতা হরণ প'ড়েছ? দণ্ডকবনে সীতা হরণ?

যমুনা। কি ব'ল্‌বি বল্ না?

মমতা। (চিন্তাহরিকে দেখাইয়া) ওই লোকটা বুঝি মারীচ? রাবণ রাজার গুপ্তচর? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

উচ্চহাস্য

গঞ্জালিস্। মারিচ্ কোন্ আছে চিন্তাহরি?

চিন্তাহরি। (বিরক্তভাবে) কে জানে!

যমুনা। ও সব বাজে কথা রেখে দিয়ে যা বল্ছি মন দিয়ে শোন্। আজ দু'দিন ধ'রে কিছু খাস্নি,—আন্বো একটু দুধ? খাবি? তবু কথা কয়না,—বলি আইবুড়ো মেয়ে, একবার যেখানে ঘরের বার হ'য়েছিস্, ফিরে যাবার আশা তো আর নেই!

মমতা। হুঁ।

যমুনা। হুঁ কি লো? ঘরে ফিরবার আশা তুই করিস্ না কি?

মমতা। কেন করবো না? সীতাকে লঙ্কার রাবণ চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। তাই বলে কি সীতাদেবী অযোধ্যায় ফিরে আসেন নি? রাজা রামচন্দ্র তাঁকে উদ্ধার ক'রে আনেন নি? লঙ্কার অশোক বনে তাঁর কত লাঞ্ছনা, কত অত্যাচার, কত কষ্ট। তা ব'লে কি তিনি আশা ছেড়েছিলেন?

যমুনা। পোড়া কপাল! কার সঙ্গে কার তুলনা!

মমতা। তবে কেন আমি ভাব্বো? কেন আমি—কাঁদ্বো? লাঞ্ছিতা সীতার অশ্রুজলে লঙ্কা রাজ্য ধ্বংস হ'যেছিল। আমি কাঁদ্লে যদি এই বাঙলা দেশটাও পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যায়? তা হলে? তা হ'লে কি হবে? আমার ময়ূখ কেমন ক'রে আমার কাছে আস্বে?

না, না, — আমি কাঁদ্‌বো না,—কাঁদবো না,—আমি হাস্‌বো,—আমি শুধু হাস্‌বো।

হাসিতে গিয়া কান্নায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল

যমুনা। হতভাগী! কথা শুনে চোখে জল রাখা দায়! এমন ক'রেও বলে!

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল

মমতা। হ্যাঁগা, আমার সঙ্গে তুমিও কাঁদ্‌ছো? কেন?

যমুনা। তুই আমার সঙ্গে যাবি?

মমতা। তোমার সঙ্গে? কোথায়?

যমুনা। ওই সহরের ধারে,—আমার বাড়ীতে?

মমতা। সেখানে আমায় কেউ বক্‌বে না? মার্‌বে না?

যমুনা। না, না,—মারবে কেন? ছিঃ।

আল্‌ভারেজের প্রবেশ

আলভারেজ। গঞ্জালিস্‌!

গঞ্জালিস। ফাদার!

আলভারেজ। প্রার্থনা করিবে চলো! ভিটর চলো।

গঞ্জালিস্‌। চলো ফাদার!

যমুনা। একটা কথা বল্‌বো সাহেব! শুন্‌বে?

আল্‌ভারেজ। টুমি ব'লো যম্‌না।

যমুনা। এই ছুঁড়ী তো পাগল হ'য়ে গেছে। একে নিয়ে তোমরা এখন কি কর্‌তে চাও?

আল্‌ভারেজ। ক্যা কর্‌বে যম্‌না? আপশোষকা বাত! উহার জন্য পরম পিতার কাছে হামি প্রার্থনা ক'রবে। আউর ক্যা করতে পারে?

যমুনা। ওকে আমার কাছে রেখে যাও না? আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখি ভাল হয় কি না। কি বল?

আলভারেজ। লিয়ে যাও যম্‌না,—লিয়ে যাও! চেষ্টা করো! পরম পিতা উহাকে দয়া করিবে,—উদ্ধার করিবে। আমেন্!—চলো গঞ্জালিস্!

চিন্তাহরি। আমিও তা হ'লে একবার সহরে যাই। ময়ূখ কোথায় আছে খুঁজে দেখি!

গঞ্জালিস্। যাও চিণ্টাহরি, উস্‌কো জল্‌দি বাহার করো। যাও।—চলো ফাদার!

আল্‌ভারেজ ও গঞ্জালিসের প্রস্থান

যমুনা। তুমি আবার একে ধরিয়ে দিতে গেলে কেন? একটা অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে, তুমি শুধু পাপের ওপর পাপ ক'রে যাচ্ছ! পাপের পরিণাম ব'লে কি কিছু নেই?

চিন্তাহরি। পরিণাম! আমার পরিণাম রসাতলে যাক্ যমুনা! আমি গ্রাহ্য করি না! পরিণামের কথা আমি চিন্তাও করিনা। আমি চাই শুধু প্রতিশোধ। আমার বুকে যে ক্ষতের সৃষ্টি ওরা ক'রেছে,

আমি চাই শুধু তার প্রতিকার! যতদিন আমার এই সঙ্কল্প সিদ্ধ না হ'চ্ছে, ততদিন আমি পাপ মানিনা, পুণ্য মানিনা, স্বর্গ মানিনা, নরক মানিনা,—কিচ্ছু মানিনা!

যমুনা। তুমি উন্মাদ!

চিন্তাহরি। উন্মাদ? হয়তো তাই!

যমুনা। মমতাকে ধরিয়ে এনে তোমার লাভ কি হ'ল? কি প্রতিশোধ তুমি নিলে? মাঝখান থেকে এর জীবনটা গেল বিষিয়ে, আর একে কেড়ে এনে ময়ূখের বুকে জ্বেলে দিলে আগুন!

চিন্তাহরি। তাইতো আমি চাই যমুনা! ময়ূখের বুকে আগুন ধরিয়ে দিতেই যে আমি চাই! অত্যাচারী অনূপনারায়ণের পাপ রাজত্ব পুড়িয়ে ধ্বংস ক'রে দিতে পারে একমাত্র ময়ূখের বুকের আগুন! বাংলার বুক থেকে পর্ত্তুগীজ দস্যুদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারে একমাত্র ময়ূখেরই বুকের আগুন! এই তো আমার কাজ।

মমতা। হ্যাগা, হ্যাগা, বার বার তুমি ও কার নাম উচ্চারণ ক'রছো? কে সে? তাঁর নাম শুনে আমার বুকের ভেতরটা এমন করে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ছে কেন? হ্যাগা, বল না,—আমি কি তাকে চিনি?

চিন্তাহরি। এ প্রশ্নের উত্তর তুমি আমার কাছে চেওনা মা!—আমি পারবো না,—আমার জিভ্‌ জড়িয়ে যাচ্ছে।

মমতা। কেন? জিভ্‌ জড়িয়ে যাচ্ছে কেন? বল না?

চিন্তাহরি। অন্ধকার হ'য়ে গেছে যমুনা, চল নেমে যাই।

বাহিরে সহসা কামান গর্জ্জন শোনা গেল।

সকলে চমকিয়া উঠিলেন

যমুনা। ও কিসের শব্দ ?

চিন্তাহরি। শীগ্‌গির বেরিয়ে চল যমুনা। আমার বোধ হয় বাদশাহী ফৌজ বজরা আক্রমণ করেছে।

যমুনা। চল, চল মা !

সকলের প্রস্থান

বাহিরে কামান গর্জ্জন ভীষণ হইয়া উঠিল। ছুটিয়া পিস্তল হস্তে
আল্‌ভারেজ, গঞ্জালিস্ ও অন্যান্য
লোকজনের প্রবেশ

গঞ্জালিস। নবাব কা আড্‌মি,—নবাবকা ফৌজ,—ডেরি মাৎ ক'রো। জল্‌দি বজরা বাহার লিয়ে চলো, বাহার লিয়ে চলো।

চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিবেণীর তীর। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা ঝোপের পাশে দাঁড়াইয়া
আট দশ জন সৈন্যসহ ময়ূখ এবং বলাই তোপ দাগিতেছিলেন।
দূরে নদীর মাঝে একখানি বজরা।

ময়ূখ। তুমি ঠিক জান বলাইদা, এই সেই বোম্বেটেদের বজরা ?

বলাই। ঠিক জানি মহারাজ। এই সেই বজ্‌রা !

ময়ূখ। তবে দাও আগুন,—কামানের গোলায় উড়িয়ে দাও শয়তান দস্যুদের বজরা ! বাংলার বুকে ওদের অমানুষিক অত্যাচারের

প্রতিশোধ নাও। দাও আগুন—দাগ কামান। জয় মা তারা! জয় মা তারা!!

সকলে। জয় মা তারা! জয় মা তারা!

ময়ূখ। ধ্বংস কর, চূর্ণ কর! বাংলার বুকে অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও!

বজ্রনির্ঘোষে তোপ হইতে গোলা বাহির হইতে লাগিল। একটা গোলা জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ডের ন্যায় গিয়া বজরার উপর পড়িল, বজরার এক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

বলাই। লেগেছে মহারাজ! লেগেছে! বজরায় আগুন ধরে গেছে! জয় মা তারা!

সকলে। জয় মা তারা!

দেখা গেল বোম্বেটেরা বজরা হইতে জলে লাফাইয়া পড়িতেছে।

ছুটিয়া যোগানন্দের প্রবেশ

যোগানন্দ। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও ময়ূখ! ক'চ্ছ কি? ক'চ্ছ কি?

ময়ূখ। ক্ষান্ত হব? আপনি বলছেন কি গুরুদেব? বাঙ্‌লার দিকে দিকে, পল্লিতে পল্লিতে ওরা ক্রন্দনের রোল তুলেছে! নেব না? তার প্রতিশোধ নেব না?

যোগানন্দ। হায়, হায়! কি সর্ব্বনাশ করলে ময়ূখ! বজরায় যে মমতা!

ময়ূখ। মমতা?

যোগানন্দ। হ্যাঁ, মমতা! পর্ত্তুগীজ দস্যুরা চুরি করে এনেছে। আমি তাকে উদ্ধার করতে এসেছিলাম!

ময়ূখ। ওঃ গুরুদেব! গুরুদেব! ওই পুড়ে গেল,—মমতা,—আমার সর্ব্বস্ব,—পুড়ে ছাই হয়ে গঙ্গার অতল জলে তলিয়ে গেল!—মমতা! মমতা!!

উন্মত্তের ন্যায় লাফাইয়া জলে পড়িতে গেলেন,—
যোগানন্দ এবং বলাই তাঁহাকে
ধরিয়া ফেলিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সপ্তগ্রামে মোগল কিল্লার অভ্যন্তর ভাগ। কাল,—দ্বিপ্রহর। একটি প্রকোষ্ঠের
সম্মুখস্থ বারান্দায় দাঁড়াইয়া ইয়াকুব আলি খাঁ
ঝিমাইতেছিল। আফিমখোর কলিমুল্লা খাঁ
টলিতে টলিতে সেখানে
প্রবেশ করিল

কলিমুল্লা। (অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে) ইযাকুব আলি খাঁ! এই ও ব্যাকুব! ইয়াকুব আলি খাঁ!

ইয়াকুব। আজ্ঞে,—হুজুর!

কলিমুল্লা। এই, এই ও উল্লুক! ফের হুজুর?

ইয়াকুব। (হতাশভাবে) আজ্ঞে, অভ্যাস!

কলিমুল্লা। অভ্যাস!—(জড়িতস্বরে) আমার কাছে নকরি করতে হলে এ অভ্যাসটি তোমাকে ছাড়তে হবে! ইয়াকুব আ-লি-খাঁ!

তন্দ্রাভিভূত হইলেন, নাসিকা গর্জ্জন সুরু হইল।
ইয়াকুব আলিরও প্রায়
একই অবস্থা

কলিমুল্লা। এই, এই ইয়াকুব আলি !

ইয়াকুব। হুকুম জনাবালি ?

কলিমুল্লা। তোমার নাক ডাক্‌ছে কেন ?

ইয়াকুব। আমার নাক নয জনাব !—ও আপনার।

কলিমুল্লা। না না আমার নয়, তোর নাক ডাক্‌ছে ! আমি স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি !

ইয়াকুব। আমিও পাচ্ছি জনাব ! আপনার নাক শুধু ডাকছে না,—গর্জ্জন ক'চ্ছে !

কলিমুল্লা। (চটিয়া) বটে ! কই ? দেখ্‌লাও ! (চাহিযা দেখিয়া) এই ও ইয়াকুব আলি !

ইযাকুব। একটু আস্তে কথা বলুন জনাব ! আমার ভাল লাগছে না।

কলিমুল্লা। তুমি ঝিমুচ্ছো কেন ?

ইয়াকুব। আজ্ঞে না !

কলিমুল্লা। আজ্ঞে না ? তবে চোখ বুজে আছ কেন ?

ইয়াকুব। আপনার ভয়ে !

কলিমুল্লা। ঝুটাবাত ! জরুর তুমি গুলি খেয়েছ ! খোল, জল্‌দি আঁখ্‌ খোল !

ইয়াকুব। আঃ হুকুমটা কি তাই বলুন না জনাব ?

কলিমুল্লা। পালাতে হবে।:

ইয়াকুব। যাচ্ছি জনাব ! (গমনোদ্যত)

কলিমুল্লা। আরে এই, শোন,—শোন !

ইয়াকুব। কি জনাব ?

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

কলিমুল্লা। এই—এই—এই,—ও তুমি! কি খবর?

সৈনিক। খবর ঠিক জনাব! ত্রিবেণীর ঘাটে বহু বোম্বেটে জড় হয়েছে,—প্রায় দু'হাজার!

কলিমুল্লা। বটে? আর কিছু?

সৈনিক। ওরা আমাদের কেল্লা আক্রমণ করবে শুনে এলাম।

ইয়াকুব। এঁ্যা?

কলিমুল্লা। বটে! বটে!—আচ্ছা, তুমি যাও।

সৈনিকের প্রস্থান

কলিমুল্লা। ইয়াকুব!

ইয়াকুব। জনাব?

কলিমুল্লা। মেহেরা বিবিকে গিয়ে বল, আজই রাত্রে এখান থেকে পালাতে হবে। তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন।

ইয়াকুব। আজ্ঞে বিবিসাহেবা তো এখন কেল্লায় নেই?

কলিমুল্লা। সে কি! কোথায়?

ইয়াকুব। ইনায়েৎ খাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি খুব সকালে বেরিয়ে গেছেন।

কলিমুল্লা। বেরিয়ে গেছেন? সে কি? বোম্বেটের ভয়ে তাঁকে কেল্লায় নিয়ে আসা হলো, আর তিনি আমাকে না বলে বেরিয়ে গেলেন? কোথায় গেছেন জান?

ইয়াকুব। আজ্ঞে, তা তো জানিনা জনাব!

কলিমুল্লা। জানিনা জনাব! একদম্ ব্যাকুব! আরে বাহার যাও,—পাত্তা লাগাঁও,—আভি বিবিকা পাত্তা লাগাও!—যাও!

ইয়াকুব। আমি? ইয়া আল্লা! এই খুনোখুনির ভেতর আমি বাইরে যাব? শোভান্ আল্লা!

কলিমুল্লা। আরে চল, চল,—বন্দুক নাও, হাতিয়ার নাও, বাহার যাও,—পাত্তা লাগাও!

ইয়াকুব। ওরে বাবা! দোহাই জনাব!—শোভান আল্লা!

উভয়ের প্রস্থান, এবং অপর দিক হইতে মেহেরা, যমুনা, মমতা এবং ইনায়েৎ খাঁর প্রবেশ

মেহেরা। ইনায়েৎ খাঁ!

ইনায়েৎ। বিবি সাহেবা?

মেহেরা। ফৌজদার সাহেবকে ডাক,—জলদি!

ইনায়েৎ। যো হুকুম!

ইনায়েতের প্রস্থান

মমতা। এ আমরা কোথায় এসেছি মা?

যমুনা। কেল্লার ভেতরে এসেছি মা!

মমতা। এখানে কোন ভয় নেই, না মা?

মেহেরা। কোন ভয় নেই বহিন্, তুমি কিছু ভেবো না।

মমতা। আমার ময়ূখকে তুমি এনে দেবে? আমি তাকে পাব?

মেহেরা। নিশ্চয় পাবে। আমি তাকে তোমার কাছে এনে দেবো। তুমি ভাবছ কেন?

মমতা। না, না, ভাবছি না। তুমি তাকে এনে দেবে, আমি তাকে পাব! কিন্তু, কিন্তু যদি সে এখানে না আসে? যদি বোম্বেটেরা আবার আমাকে ধ'রে নিয়ে যায়?

মেহেরা। ওদের সাধ্য কি তোমায এখান থেকে ধ'রে নিয়ে যায়! দেখ্ছো না এটা কেল্লা? অনেক অস্ত্র শস্ত্র এখানে আছে। বোম্বেটেরা এখানে আস্তেই সাহস পাবে না।

মমতা। দেখ, তুমি ভালো,—খুব ভালো! তোমাকে আমি দিদি ব'লে ডাক্বো,—কেমন? তুমি রাগ ক'রবে না?

মেহেরা। না বহিন, তুমি আমায় দিদি ব'লেই ডেকো।

মমতা। আচ্ছা।

যমুনা। আপনি ঠিক জানেন ময়ূখ আগ্রায় গেছে?

মেহেরা। হ্যাঁ, তিনি এখান থেকে জনাব আসাদ খাঁব সঙ্গে আগ্রায় চলে গেছেন।

মমতা। দিদি।

মেহেরা। কি বোন?

মমতা। আমি ও আগ্রায় যাব! আমায় নিয়ে চল দিদি!

মেহেরা। হ্যাঁ বহিন, আগ্রায নিয়ে যাব ব'লেই তো আমি তোমাদের নিয়ে এসেছি।

যমুনা। বিবি সাহেবা, আপনার অসীম দয়া। কোথায শহরের এক ধারে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আমরা পড়ে ছিলাম, আর আপনি দয়া ক'রে নিজে সেখানে গিযে আমাদের টেনে নিযে এলেন বাঁচাতে! আপনার দয়া আমরা জীবনে ভুলবো না!

মেহেরা। না, না, দয়ার কথা আপনি কেন বল্ছেন? ময়ূখ নারায়ণের আত্মীয় আপনারা। আমি তো আপনাদের আগ্রায় নিয়ে যাচ্ছি, তাঁরই ইচ্ছায! বাদশার সঙ্গে দেখা করতে হবে ব'লে তিনি

তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন। আপনাদের সঙ্গে আর দেখা ক'রে যেতে পারলেন না।

যমুনা। এখান থেকে কবে সে গেছে ?

মেহেরা। বোম্বেটেদের বজ্‌রা ডুবিয়ে দেবার ঠিক পরের দিন ভোরে।

মমতা। বোম্বেটেদের বজরা ডুবালো কেন দিদি ?

মেহেরা। তোমাকে ওরা ধ'রে এনেছিল ব'লে।

মমতা। ও, তাই !—খুব ভালো সে,—খুব ভালো !

যমুনা। আগ্রায় গিয়ে কোন মতে মেয়েটাকে তার হাতে তুলে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। আমরা এখান থেকে কবে যাব ?

মেহেরা। খুব শীগগির

ক লমুল্লার প্রবেশ

কলিমুল্লা। খুব শীগ্‌গির মানে,—আজই রাত্রে বিবি সাহেবা !

মেহেরা। আজই রাত্রে ?

কলিমুল্লা। হ্যাঁ—বিবি সাহেবা ! বোম্বেটে শয়তানের দল দুই এক দিনের মধ্যেই আমাদের কেল্লা আক্রমণ কর্‌বে।

মেহেরা। কেল্লা আক্রমণ কর্‌বে ! সেকি ?

কলিমুল্লা। হ্যাঁ বিবি সাহেবা ! সাপের ল্যাজে পা দেওয়া হ'য়েছে, ছোবল্ তো মারবেই ! সব কিছু অনিষ্টের গোড়া ঐ বাঙ্গালী ছোঁড়া ময়ূখ ! বাহাদুরী ক'রে ওদের বজরা ডোবান হ'য়েছে ! এখন তার হ্যাপা সামলায় কে ? আর কি রক্ষে আছে ?

মেহেরা। তা হ'লে তো আমাদের আজই রওনা হ'তে হয় ফৌজদার সাহেব ! কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাবে কে ?

কলিমুল্লা। তাইতো ভাবছি বিবি সাহেবা, একমাত্র আমি ছাড়া তো কেউ এখান থেকে যেতে পারবে না!

মেহেরা। আপনি?

কলিমুল্লা। অন্য সকলকেই তো যুদ্ধ ক'রতে হবে। ওরা তো কেউ যেতে পারবে না!

মেহেরা। কেল্লা ছেড়ে আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন ফৌজদার সাহেব?

কলিমুল্লা। তা কি আর হবে? আমারও তো একটা দায়িত্ব জ্ঞান আছে? আপনাকে তো আর বজরায় ক'রে আমি একলা ছেড়ে দিতে পারি না! পথে চোরের ভয়,—ডাকাতের ভয়,—আরও কত কি! না, না, বিবি সাহেবা! আমাকেই যেতে হবে।

ইযাকুবের প্রবেশ

ইযাকুব। আমাকেও যে তাহ'লে যেতে হয় জনাব!

কলিমুল্লা। কেন? তুমি যাবে কেন?

ইযাকুব। আজ্ঞে, মাঝি মাল্লাদের কারো অসুখ বিসুখ করলে আমি দাঁড় টান্‌বো!

কলিমুল্লা। দাঁড় টান্‌বো! তুমি একটি আস্ত ব্যাকুব!

মেহেরা। তা পথে দু' একজন বেশী লোক সঙ্গে থাকা ভালই হবে ফৌজদার সাহেব! ওকেও সঙ্গে নিন।

কলিমুল্লা। বেশ, তাই হবে বিবি সাহেবা! কিন্তু আপনার সঙ্গে এঁরা কারা?

মেহেরা। এঁরা আমার পরিচিত বন্ধু। এঁরাও আমাদের সঙ্গে আগ্রা যাবেন।

কলিমুল্লা। বেশ, তাহলে এখানকার সব বন্দোবস্ত ঠিক করে প্রস্তুত হওয়া যাকগে! আপনারাও সন্ধ্যার পর তৈরি থাকবেন বিবি সাহেবা!

মেহেরা। আচ্ছা ফৌজদার সাহেব! চল, আমরা প্রস্তুত হই গে!

মেহেরা যমুনা এবং মমতার প্রস্থান

ইয়াকুব। জনাব!

কলিমুল্লা। কি?

ইয়াকুব। এদিকে যে আর এক মুস্কিল!

কলিমুল্লা। কি? মুস্কিল আবার কি?

ইয়াকুব। আজ্ঞে, মৌতাত ফুরিয়ে গেছে!

কলিমুল্লা। এঁ্যা। এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল? বিলকুল্ মার দিয়া?

ইয়াকুব। জনাব, আমি তো—

কলিমুল্লা। এইও চুপ রহো! জলদি চল, বাহার যাও, আভি যাও,—মৌতাত লে আও।

ইয়াকুব। ওরে বাবা! বাইরে না পাঠিয়ে আর ছাড়লে না। শোভান আল্লা!

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

আগ্রা সহর,—দেওয়ান-ই-আম। কাল, প্রাহ্ণ। ময়ূর সিংহাসনে সম্রাট সাজাহান উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণভাগে উজীর আসফখাঁ এবং বামদিকে বাংলার দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায় বসিয়াছিলেন। অন্যান্য যথোপযুক্ত আসনে শাহানেওয়াজ খাঁ শায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ওমরাহগণ। দরবারের পশ্চাদ্ভাগে দুইজন হাব্‌সি খোজা দ্বার রক্ষা করিতেছিল

সাজাহান। দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায়!

হরেকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আভূমি নত হইয়া কুর্ণিশ করিলেন

আপনি বাংলাদেশ-থেকে যে দুঃসংবাদ আজ বহন করে এনেছেন, তা শুনে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হ'যেছি। সুবাদার মকরমখাঁ সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুতে মোগল সাম্রাজ্য যে যথেষ্ঠ পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে তাতে কিছু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

হরেকৃষ্ণ। (কুর্ণিশ করিয়া) সত্য কথা জাঁহাপনা!

সাজাহান। কিন্তু উপায় নেই দেওয়ান, দীন দুনিয়ার মালেক খোদার মর্জ্জির উপর মানুষের কোনই হাত নেই!

হরেকৃষ্ণ। অথচ সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় জাঁহাপনা, মানুষ সব সময় এই পরম সত্য কথাটাই মনে রাখে না।

সাজাহান। যে মনে রাখেনা, সে মূর্খ!

হরেকৃষ্ণ। সত্য জাঁহাপনা!

সাজাহান। দেওয়ান! এই কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোহিনূর আমাদের মহিমময়ী সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগমকে হারিয়েছি। অপার দৌলতের মালিক হ'য়েও সম্রাট সাজাহান কি সক্ষম হ'য়েছিল তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে? অথচ প্রয়োজন হ'লে তাঁর জীবনের বিনিময়ে সে হয়তো সারা মোগল সাম্রাজ্যটাই বিলিয়ে দিতে পারতো!

হরেকৃষ্ণ। শাহান শা পরম বিজ্ঞ। জাঁহাপনার কথার পৃষ্ঠে কথা বলতে যাওয়া গোলামের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র! সম্রাট এবং সাম্রাজ্যের এই নিদারুণ ক্ষতি জগতের কোন কিছুর বিনিময়েই পূরণ হবার নয়।

সাজাহান। দেওয়ান কি কিছুকাল এখন আগ্রায় থাকবেন?

হরেকৃষ্ণ। সুবাদারের মৃত্যুর পর বাংলা একপ্রকার অরাজক অবস্থায় রেখে এসেছি জাঁহাপনা! তার উপর ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁও শুনেছি বোম্বেটেদের ভয়ে সপ্তগ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন।

সাজাহান। সে কি? ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ সপ্তগ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছে?

হরেকৃষ্ণ। হ্যাঁ জাঁহাপনা!

সাজাহান। উজীর সাহেব?

আসফ খাঁ। সংবাদ সত্য জাঁহাপনা!

সাজাহান। পর্ত্তুগীজ বোম্বেটের ভয়ে সে কেল্লা ছেড়ে পালিয়ে এল? কলিমুল্লা খাঁ এমন কাপুরুষ, এমন অপদার্থ তা আমার জানা ছিল না! উজীর সাহেব!

আসফ খাঁ। জনাব ?

সাজাহান। সেই দায়িত্বহীন ভীরু শয়তানকে খুঁজে বার করতে হবে। আমি তাকে শাস্তি দেব।

আসফ খাঁ। আদেশ পালিত হবে জনাব।

হরেকৃষ্ণ। পর্ত্তুগীজ আর মগ দস্যুদের অত্যাচারে বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকার পড়ে গেছে জাঁহাপনা! সেই দস্যুদের পেছনে আছে পর্ত্তুগীজ পাদ্রীর দল। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বাংলার নরনারীদের ওরা খৃষ্টান ক'চ্ছে। কেউ অসম্মত হলে তার উপর চলে ওদের নিষ্ঠুর অত্যাচার। অথচ সেখানে ওদের বাধা দেবার শক্তি কারো নেই!

সাজাহান। বাধা দেবার শক্তি কারও আছে কি না তার পরিচয় আমি দিচ্ছি দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায়। শাসনের অভাবে বাংলার যে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আমার জানা ছিল না!— উজীর সাহেব!

আসফ খাঁ। জাঁহাপনা ?

সাজাহান। মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে সুবা বাংলা অবহেলার জিনিস নয়। দেওয়ান হরেকৃষ্ণ যা বল্লেন তা যদি সত্য হয়, অবিলম্বে প্রতিকার প্রয়োজন!

আসফ খাঁ। নিশ্চয় জাঁহাপনা!

সাজাহান। ওমরাহ আসাদ খাঁ বাংলা থেকে ফিরে এসেছেন ?

আসফ খাঁ। আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি জনাব। তবে আমি শুনেছি যে তিনি কাল এসে পৌছেছেন।

সাজাহান। আর মেহেরা বিবি? তার কোন সংবাদ জানেন?

আসফ খাঁ। সংবাদ পেয়েছি তিনিও আজ এসে আগ্রায় পৌছুবেন!

সাজাহান। উত্তম। (ক্ষণেক চিন্তার পর) বাংলার শাসনভার এখন কার উপর ন্যস্ত করা যায় উজীর সাহেব?

আসফ খাঁ। জাঁহাপনার অভিরুচি। তবে বাংলাদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে আমার মনে হয় ওমরাহ আসাদ খাঁ সাহেবই অগ্রগণ্য।

সাজাহান। আমি তা জানি উজীর সাহেব। কিন্তু আসাদ খাঁ সাহেব বয়োবৃদ্ধ। তাই আমার ইচ্ছা, সৈন্যাধ্যক্ষ কাশেমখাঁকেই বাংলার সুবাদার করে পাঠানো।

আসফ খাঁ। আর সপ্তগ্রামের ভার?

সাজাহান। সে ব্যবস্থাও হবে উজীর সাহেব। আপনি কি মনে করেন যে কলিমুল্লাখাঁর পালিয়ে আসবার পর সপ্তগ্রাম এখনও মোগলের করায়ত্বে আছে? তা নেই। সপ্তগ্রাম পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে।—দেওয়ান হরেকৃষ্ণ!

হরেকৃষ্ণ। খোদাবন্দ?

সাজাহান। কাশেমখাঁকেই আমি বাংলার সুবাদার করে পাঠাচ্ছি। আপনারা দুজনে এক সঙ্গেই বাংলায় ফিরে যাবেন।

হরেকৃষ্ণ। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা।

সাজাহান। উজীর সাহেব। সুরাটের ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ওয়াইলড্ সাহেবের আজ দরবারে হাজির হবার কথা ছিলনা?

আসফ খাঁ। সে হাজির আছে জাঁহাপনা।

সাজাহান। তাকে উপস্থিত করুন।

আসফখাঁর ইঙ্গিতে জনৈক দ্বাররক্ষী খোজা বাহির হইয়া গেল এবং
অবিলম্বে ওয়াইলড্ সাহেবকে দরবারে
উপস্থিত করিল

সাজাহান। সাহেব, তুমি সুরাট থেকে আসছ? তোমারই নাম ওয়াইলড্?

ওয়াইলড্। হাঁ জাঁহাপনা!

সাজাহান। দেখ, আমি শুনেছি যে তোমরা পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গীর দুষমন্। একথা সত্য?

ওয়াইলড্। সাচ্ বাৎ জাঁহাপনা!

সাজাহান। কিন্তু তোমরাও তো খৃস্তান?

ওয়াইলড্। হাঁ বাদশা! লেকেন পর্ত্তুগীজকা নাফিক খৃশ্চিয়ান্ নেহি আছে।

সাজাহান। তার অর্থ?

ওয়াইলড্। পর্ত্তুগীজ লোক দোস্‌রা খৃশ্চিযান আছে বাদ্‌শা!

সাজাহান। তোমাদের পাদ্রীদের ধর্ম্ম কি শুধু এদেশে অত্যাচার করে বেড়ানো? জোর করে লোককে খৃষ্টান করা?

ওয়াইলড্। নেহি বাদ্‌শা!

সাজাহান। তাহলে বাংলাদেশে ওরা অত্যাচার করছে কেন?

ওয়াইলড্। জাঁহাপনা! ও লোক পর্ত্তুগীজ আছে। উসকা ধরম্

ঠিক নেহি আছে! পর্ত্তুগীজ লোক খৃশ্চিয়ান ধরমকা অপ্‌মান করতা হ্যায়।

সাজাহান। পর্ত্তুগীজ পাদ্রীদের ধর্ম্মের নামে অত্যাচার আর ওদের নিষ্ঠুর দস্যুবৃত্তি আমার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেছে। ভারতবর্ষ থেকে ওদের সমস্ত অধিকার, ওই শয়তানদের অস্তিত্ব আমি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার সাহেব?

ওয়াইলড্‌। হাঁ জাঁহাপনা, আলবৎ পারে। ওহি কাম তো হামিলোক মাংতা হ্যায়। আপনি হুকুম ডেও বাদ্‌শা!

সাজাহান। যাও, ভারতের উপকূলে, বন্দরে, সমুদ্রে, যেখানে ওদের জাহাজ দেখতে পাবে ডুবিয়ে মারবে। ওদের পণ্য লুঠে নেবে, কুঠি ধ্বংস করবে, ভারতবর্ষ থেকে ওই পর্ত্তুগীজ কুক্কুরদের নাম চিরদিনের মত মুছে ফেলে দেবে!

ওয়াইলড্‌। আচ্ছা বাদ্‌শা!

সাজাহান। যদি সফলকাম হতে পারো সাহেব, তোমাদের আরজি আমি মঞ্জুর করবো। সুবা বাংলায় এবং উড়িষ্যায় কুঠী স্থাপনের অনুমতি তোমরা পাবে।—যাও!

ওয়াইলড্‌। বাদ্‌শা মেহের বান!

প্রস্থান

দ্বাররক্ষী প্রবেশ করিয়া কুর্ণিশ করিল

রক্ষী। ওম্‌রাহ আসাদ্‌ খাঁ সাহেব।

সাজাহান। হাজির কর।

ময়ূখকে সঙ্গে লইয়া আসাদ্‌খাঁর প্রবেশ এবং
সম্রাটের নিকটবর্ত্তী হইয়া
উভয়ের কুর্ণিশ

সাজাহান। আসুন, আসুন ওমরাহ আসাদ খাঁ সাহেব! আপনার সঙ্গে ইনি কে?

আসাদ। শাহান্‌শা! পরগণা বারবক্ সিংহের জমিদার মহারাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের নাম আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে?

সাজাহান। আছে, আছে আসাদ খাঁ সাহেব! মহারাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। উড়িষ্যা এবং আকবরাবাদে তিনি আমার বিরুদ্ধে আমার পিতার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।

আসাদ। সত্য জাঁহাপনা। কিন্তু দেবেন্দ্রনারায়ণ তখন যুদ্ধ করেছিলেন শাহানশা বাদশা জাহাঙ্গীরের হুকুমে তাঁরই বিদ্রোহী পুত্র সাহাজাদা খুরমের বিরুদ্ধে। সম্রাট সাজাহানের বিরুদ্ধে নয়। জাঁহাপনা বিজ্ঞ, উদার! আমার ভরসা আছে, আপনি দেবেন্দ্রনারায়ণের সে অপরাধ গ্রহণ করেননি!

সাজাহান। না, না, নিশ্চয়ই নয় খাঁ সাহেব! আমি জানি যে মহারাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ চিরদিনই মোগল সম্রাটের একজন অনুগত রাজন্য ছিলেন। কিন্তু এই যুবক কে?

আসাদ। এই যুবক তাঁরই একমাত্র পুত্র ময়ূখনারায়ণ।

সাজাহান। বটে? কিন্তু মহারাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের কোন পুত্র সন্তান আছে বলে তো আমার জানা ছিলনা?

আসাদ। দেবেন্দ্রনারায়ণের ভাই অনুপনারায়ণ যখন সম্রাটের কাছ থেকে ফরমান পেয়েছিলেন তখন এই ময়ূখ বালক মাত্র।

সাজাহান। ও, বালক মাত্র! তা হবে, তা হবে! আমি তোমায় দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যুবক!

ময়ূখ। (কুর্ণিশ করিয়া) শাহানশার অশেষ করুণা!

আসাদ। জাঁহাপনা, ময়ূখনারায়ণ তার পিতার সমস্ত গুণের অধিকারী হয়েছে। সপ্তগ্রাম সহর আমারই চোখের সম্মুখে দুবার পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। সপ্তগ্রামের রাজপথে বোম্বেটের হাত থেকে আমার নিজের জীবন একদিন বাঁচিয়েছে।

সাজাহান। বটে?

আসাদ। শাহানশা! ময়ূখনারায়ণ একজন অসম সাহসী যোদ্ধা।

সাজাহান। আমার কাছে তুমি কি চাও যুবক? কি তোমার প্রার্থনা?

ময়ূখ। শাহানশা দীন দুনিয়ার মালিক! রাজ্যহীন, সম্পদহীন, নিতান্ত অসহায় আমি। জাঁহাপনার কাছে প্রার্থনা করবার মত সাহস আমার নেই। আমি চাই শুধু সম্রাটের করুণা!

সাজাহান। বুঝেছি যুবক! বীরত্বের আদর আমি চিরদিন করে এসেছি এবং আজও করি। মহারাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের বীর পুত্রকেও তার যোগ্য সম্মান দানে আমি কার্পণ্য করব না!

আসফ খাঁ। কিন্তু এই যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে জাঁহাপনা! ময়ূখনারায়ণ বিদ্রোহী!

সাজাহান। বিদ্রোহী ?

আসফখাঁ। রাজা অনূপনারায়ণ একে বিদ্রোহী বলে সম্রাটের কাছে অভিযোগ করে পাঠিয়েছেন।

সাজাহান। ওমরাহ আসাদ্ খাঁ !

আসাদ খাঁ। হতেই পারে না জাঁহাপনা,—এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আসফ খাঁ। মিথ্যা ?

আসাদ। মিথ্যা !

সাজাহান। যুবক, এই অভিযোগ সত্য ?

ময়ূখ। সম্রাট ! নিজের জন্মভূমিকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসার নাম যদি বিদ্রোহ হয়, আর সেই জন্মভূমিকে বিদেশী দস্যুদের পৈশাচিক অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করাকে যদি বিদ্রোহ বলা যায়—তাহলে, আমি স্বীকার কচ্ছি জাঁহাপনা, আমি বিদ্রোহী ! সম্রাটের বিচারে যে শাস্তি আমার প্রাপ্য হয়, আমি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

সাজাহান। উজীর সাহেব ! এই বিদ্রোহী বাঙ্গালী আজ থেকে মোগল দরবারে এক হাজারি মনসবদার !

ময়ূখনারায়ণ সম্রাটের সম্মুখে নতজানু হইয়া কুর্ণিশ করিলেন

তৃতীয় দৃশ্য

আগ্রা—মেহেরার কক্ষ। কাল,—সন্ধ্যা। একটি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া মেহেরা গান গাহিতেছিলেন

মেহেরার গীত

আশা নিরাশায় দিন কেটে যায়
হে-প্রিয় আসিবে কবে।
প্রতি নিঃশ্বাসে আয়ু প্রদীপ মোর
বন্ধু গো আসিছে নিভে॥
ফুল ঝরে যায় হায়, পুনঃ ফুল ফোটে,—
কৃষ্ণা তিথির শেষে পুনঃ চাঁদ ওঠে,
আমার এ নিশীথের অসীম আঁধার
ওগো চাঁদ, কে নাশিবে॥

ইনায়েৎখাঁর প্রবেশ

ইনায়েৎ। বিবিসাহেবা!

মেহেরা। ওকি? আবার বিবিসাহেবা কেন?

ইনায়েৎ। কি বলে ডাক্‌বো?

মেহেরা। কেন? মেহেরা!

ইনায়েৎ। আমার সে মেহেরা বেটি তো নেই!

মেহেরা। তবে এটা কি তার প্রেতমূর্ত্তি?

ইনায়েৎ। গুল্ মেহেরাকে যারা একটু একটু করে ফুটে উঠতে দেখেছে তারা তাই বলবে। নিজের উপর এমন করে প্রতিশোধ নিয়ে লাভ কি ?

মেহেরা। নিজের ওপরই ত' প্রতিশোধ নিতে হয় খাঁ সাহেব! নিজের অক্ষমতার জন্য পরকে দায়ী করতে যাব কেন ?

ইনা। যে পাখী ধরা দেবেনা তার জন্য সোণার খাঁচা তৈরি করা আর ব্যথাকে বুকে পুষে রাখা একই কথা!

মেহেরা। পাখী যেচে ধরা দেয় না খাঁ সাহেব, তাকে ধরতেই হয়!

ইনায়েৎ। তাও তো তুমি পারলে না ?

মেহেরা। সত্যি, তাও আমি পারলাম না! কিন্তু কেন পারলাম না জান ?

ইনায়েৎ। কেন ?

মেহেরা। ছল কলা প্রয়োগ করতে পারিনি বলে!

ইনায়েৎ। তাই বা কেন পারলে না ?

মেহেরা। ওইটেই সমস্যা খাঁ সাহেব! পাথরের দেবতা জেনে, কোন প্রত্যাশা না রেখে, আমি দূর থেকে আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তাকে নিবেদন করেছিলাম। কিন্তু সে নৈবেদ্য যে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি, তা আমি বুঝিনি।

ইনায়েৎ। তাহলে, এই রকম ভেবে ভেবে শুকিয়েই মরবে ?

মেহেরা। না, মরতে আমি চাই না!

ইনায়েৎ। কি করবে ?

মেহেরা। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো! তুমি একটিবার তাকে আমার কাছে এনে দিতে পার ?

ইনায়েৎ। কোথায় সে থাকে ?

মেহেরা। কোথায় থাকে তা জানিনা, কিন্তু কোথায় সে গেছে আমি জানি। এই পথ দিয়ে সে বাদশার কাছে গেছে, এই পথেই সে ফিরবে।

ইনায়েৎ। আচ্ছা,—কিন্তু যদি সে আসতে না চায় ?

মেহেরা। আন্‌তে হবে খাঁ সাহেব, যে কোনও কৌশলে তাকে এনে দিতে হবে !

ইনায়েৎ। দেখি চেষ্টা করে। কিন্তু বেশী ভরসা করোনা।

মেহেরা। তুমি যাও,—যাও খাঁ সাহেব !

ইনায়েৎ খাঁ চলিয়া গেল। পুষ্পাধার হইতে মেহেরা কতকগুলি ফুল তুলিয়া আনিয়া কক্ষের চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছিলেন এমন সময় মমতা প্রবেশ করিল

মমতা। দিদি !

মেহেরা। এবারও তুমি ?

তাঁহার দৃষ্টি কঠোর হইয়া উঠিল

মমতা। আমি চলে যাব দিদি ?

মেহেরা। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় তুমি এসে উপস্থিত হয়েছ ! তোমাকে ত আমি কিছুতেই দূরে রাখতে পারিনা ?

মমতা। আমাকে তুমি দূরে রাখতে চাও ?

মেহেরা অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন

মমতা। বল দিদি !

মেহেরা কাঁদিয়া ফেলিলেন

মমতা। একি! তুমি কাঁদ্‌ছো? কেন কাঁদ্‌ছো দিদি? বল, কোন্ ব্যথায় তুমি কাঁদ?

মেহেরা। ওরে, সারা জীবন যে কাঁদতে হবে! হয় তোকে, নয় আমাকে!

মমতা। কেন? আমি বুঝ্‌তে পারছি না দিদি!

মেহেরা। আমিও বুঝতে পারছি না বহিন্ কাকে কাঁদাব? তোকে, না আমাকে? কাকে বঞ্চিত রাখবো? তোকে, না আমাকে?

মমতা। তুমি আজ এমন করছো কেন দিদি?

মেহেরা। জীবনের শুভলগ্ন বার বার এসেছে, বার বার তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আবার সে শুভলগ্ন আস্‌ছে! ভাবচি, আবারও কি তা ব্যর্থ হবে?

মমতা। না দিদি, আর ব্যর্থ হবে না। দুঃখেরও তো একটা সীমা আছে, শেষ আছে!

মেহেরা। আজও তুই বিশ্বাস করিস্ দুঃখের সীমা আছে? শেষ আছে?

মমতা। বিশ্বাস করি দিদি, তুমিও কর!

মেহেরা। আমিও বিশ্বাস করি?

মমতা। নইলে এই সাজ কেন? ঘরে এত ফুল কেন? মনে তোমার এত চাঞ্চল্য কেন?

মেহেরা। তুই লক্ষ্য করেছিস্?

মমতা। করব না? তোমার বুক কাঁপছে, চোখ কাকে দেখবার জন্ম বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে, মন আবেগে ভরে উঠেছে! বুঝেছি, তোমার অতি আপন কোনও জন আজ আসছেন! কে দিদি?

মেহেরা। আপনজন! আপনার লোক কেউ ত আমার নেই বহিন? দেশে দেশে মুজ্‌রো গেয়ে বেড়াই। কত প্রশংসা পাই, খ্যাতি পাই, অর্থ পাই, অলঙ্কার পাই। আপন জন বলতে পারি এমন কাউকে তো কোথাও খুঁজে পাইনি?

মমতা। না দিদি, তুমি পেযেছ। খুঁজে তুমি পেয়েছ, শুধু বুকে নিতে পাওনি!

মেহেরা। সত্যি বহিন্, তার সন্তান পেয়েছি। মাটির মানুষ যেমন করে আকাশের চাঁদকে পায়, ঠিক তেম্‌নি করেই আমি তাকে পেযেছি। কিন্তু আমার সেই চাঁদ যে নাগালের বাইরে! দূর থেকে শুধু জ্যোৎস্নার প্লাবন দিয়ে আমায় পাগল করে পালিয়ে যায়!

মমতা। পালাবার পথ তুমি রোধ করে দাঁড়িয়ে থেকো!

মেহেরা। কিন্তু তুই যদি তোর ওই পাগল করা রূপ নিযে সাম্‌নে এসে দাঁড়াস্, তা হলে মাঝখানে পাঁচিল তুলেও যে আমি তোদের পৃথক রাখতে পারবনা!

মমতা। সে সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক দিদি! তোমার যেখানে দাবী, আমি সেখান থেকে নিশ্চযই সরে দাঁড়াব! আচ্ছা, এখন আসি দিদি!

প্রস্থান

মেহেরা। অভাগী! না জেনে দাবী তুলে নিলে!—নিক্! আমি কেন দাবী তুলে নেব? আমি কেন ব্যর্থ করে দেব আমার জীবন?

ইনায়েৎ খাঁ বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিল

ইনায়েৎ। আসতে পারি?

মেহেরা। অবশ্যই পারেন।

ইনায়েতের সঙ্গে ময়ূখের প্রবেশ

ময়ূখ। কই? ওম্‌রাহ সাহেব তো নেই এখানে?

মেহেরা। আপনি কোন্‌ ওমরাহকে চান বলুন?

ময়ূখ। তাঁর নাম তো আমি জানিনা! কে তিনি খাঁ সাহেব?

মেহেরা। খাঁ সাহেব, একবার দেখুনতো কোন ওমরাহ কোথাও আছেন কিনা!

ইনায়েৎ চলিয়া গেল

মেহেরা। আপনি দেখ্‌ছি মানুষের নাম, চেহারা, কিছুই মনে রাখেননা।

ময়ূখ। এতটা স্মৃতিভ্রংশ কি আমার হয়েছে?

মেহেরা। যাকে একবার দেখেন, তাকে আবার দেখলে চিনতেই পারেননা!

ময়ূখ। আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ কেউ কখনো করেনি।

মেহেরা। শুধু চোখে দেখার ঘনিষ্ঠতা নয়। অকুণ্ঠিত সেবা পেয়েও আপনি তা মনে রাখেননা!

ময়ূখ। না, না,—আমি এতটা অকৃতজ্ঞ নই!

মেহেরা। অকৃতজ্ঞ না হলে কি আমাকে আপনি ভুলতে পারেন? কই, আমি ত আপনাকে ভুলতে পারিনি? আপনি আমাকে পর্ত্তুগীজের উপদ্রব থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। আমিও আহত আপনাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে আপনার জীবন দান করেছিলাম। দেখুন ত আমাকে চেনেন কিনা?

ওড়নার আবরণ সরাইয়া ময়ূখের সম্মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

ময়ূখ। মেহেরা?

মেহেরা। আবার বলুন!

ময়ূখ। না, না, আমার ভুল হয়নি।

মেহেরা। মিথ্যাকে বার বার মেনে নিতে পারেন, আর সত্যকে বার বার বলাই কি পাপ?

ময়ূখ। মেহেরা! মেহেরা!

মেহেরা। বড় ভাল লাগছে! আবার বলুন, আবার ডাকুন!

ময়ূখ। (আশ্চর্য্য হইয়া) মেহেরা!

মেহেরা। ডাকে আবেগ নেই কেন? শুনে হৃদয় নেচে ওঠেনা কেন? আবার ডাকুন!

ময়ূখ। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছিনা মেহেরা!

মেহেরা। কি করে জানলেন আমি মেহেরা?

ময়ূখ। মেহেরা ছাড়া অমন কাজল কালো চোখ আমি কারও দেখিনি।

মেহেরা। সে চোখ মনে আছে?

ময়ূখ। যে দেখেছে, সে কোনদিনই তা ভুলতে পারবেনা!

মেহেরা। আর কি ভোলা যায়না?

ময়ূখ। সেই চোখের আবেদন।

মেহেরা। আমাকে দেখেই মনে পড়ছে?

ময়ূখ। না, প্রতিদিনই মনে পড়ে।

মেহেরা। সে কথা তাকে জানাননি কেন?

ময়ূখ। জানিয়ে লাভ?

মেহেরা। যদি লাভের হিসেব আমি বুঝিয়ে দিতে পারি ?

ময়ূখ। তবুও জানাব না !

মেহেরা। কেন ?

ময়ূখ। দুনিয়ায় আমি দেউলিয়া। আমার কোন প্রাপ্যও নেই, কাম্যও নেই।

মেহেরা। কিন্তু দেবার জন্য দিন গুণে গুণে আমি যে অপেক্ষা কচ্ছি বন্ধু !

ময়ূখ। তুমি মেহেরা ?

মেহেরা। আমি বেহেস্তের হুরী নই, মর্ত্তের মানবী !

ময়ূখ। তুমি আমার জন্য দিন গুণে গুণে অপেক্ষা ক'চ্ছ ?

মেহেরা। মিথ্যা আমি বলিনা !

ময়ূখ। তোমার জন্য আমি দুঃখিত মেহেরা !

মেহেরা। কেন ?

ময়ূখ। অনন্তকাল তোমাকে দিন গুণে অপেক্ষা করতে হবে।

মেহেরা। ময়ূখনারায়ণ কি এতই দুর্লভ ?

ময়ূখ। ময়ূখনারাযণের বুকে মরুর জ্বালা মেহেরা ! সেই জ্বালা নিয়ে কুসুম কোমল কোন নারীকে সে সন্তাপ দিতে পারেনা।

মেহেরা। নির্ঝরিণীর মত কোন নারী যদি সেই মরুর বুকে শীতল প্রেমের প্রবাহ বইয়ে দিতে পারে ?

ময়ূখ। যে পারতো তাকে আমি পুড়িয়ে ভস্ম করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

মেহেরা। তা হলে বুকের মরু মিথ্যা। মানস প্রতিমাকে পেলে মরুর বুকেও ফুল ফুটতে পারে !

ময়ূখ। আজ তাও অসম্ভব।

মেহেরা। কেন ?

ময়ূখ। সে অনেক কথা। শুধু জেনে রাখ মেহেরা, জীবনে এমন দুষ্কৃতি আমার রয়েছে যার জন্য শান্তির স্বপনেও আমার অধিকার নেই।

মেহেরা। (ব্যগ্রভাবে) সেই দুষ্কৃতির অংশ যদি আমি নিতে চাই ?

ময়ূখ। তুমি ! তুমি কেন নেবে মেহেরা ?

মেহেরা। জীবনের পরম সৌভাগ্য জেনে ?

ময়ূখ। তোমার দানতো আমি নিতে পারবোনা !

মেহেরা। বিধর্ম্মী বলে ?

ময়ূখ। সে কারণে নয়।

মেহেরা। নর্ত্তকী বলে ?

ময়ূখ। তাও নয়।

মেহেরা। অযোগ্যা বলে ?

ময়ূখ। তুমি সম্রাজ্ঞী হবার যোগ্যা বলে।

মেহেরা। তবে কেন তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'চ্ছ বন্ধু ?

ময়ূখ। তোমার দানের মর্য্যাদা দেবার শক্তি আমার নেই বলে।

মেহেরা। নিষ্ঠুর ! এ আবেদনও তুমি অগ্রাহ্য করতে পার ?

ময়ূখ। নারীর ভালবাসাকে আমি শ্রদ্ধা করবো চিরদিন ! কিন্তু আমার জীবনে অন্য কোন নারীকে আমি স্থান দিতে পারবনা মেহেরা।

মেহেরা। (আর্ত্তস্বরে) চিরকাল তুমি নারীকে পায়ে দলেই চলে যাবে ?

ময়ূখ। চিরকাল আমি নারীকে দূর থেকে শ্রদ্ধা জানাবো। আমার স্পর্শ দিয়ে তাকে কলুষিত করবনা!

ময়ূখ হঠাৎ বিদায় গ্রহণ করিলেন

মেহেরা। ময়ূখ! ময়ূখ! ময়ূখ নারায়ণ!!

ছুটিয়া মমতা প্রবেশ করিল

মমতা। সে এসেছিল দিদি? এসেছিল?

মেহেরা। হ্যাঁ।

মমতা। চলে গেল?

মেহেরা। হ্যাঁ।

মমতা। আমার কথা তাকে বলেছিলে?

মেহেরা। না।

মমতা। না?

মেহেরা। কেন জানিস?

মমতা। কেন দিদি? কেন?

মেহেরা। তোকে লুকিয়ে তাকে জয় করবার লোভে!

মমতা। তুমি যাকে জয় করতে চাইবে, তার সাধ্য কি যে তোমাকে উপেক্ষা করে চলে যায়।

মেহেরা। কিন্তু সে তো যেতে পারলো? ছলা কলা যা জানা ছিল সব প্রয়োগ করলাম, তবুও জয় করতে পারলামনা! যেমন বুক ফুলিয়ে এসেছিল, তেমনি বুক ফুলিয়ে চলে গেল!

মমতা। দিদি। দিদি। আমি কেমন করে বেঁচে থাকবো?

কাঁদিয়া ফেলিল

মেহেরা। আশা নিয়ে। আমার সকল আশা নির্ম্মূল হয়েছে, কিন্তু তোর নয়। মেহেরার সাজ মিথ্যা, মিথ্যা এই সমারোহ, মিথ্যা এই হৃদয় জয়ের বাহ্য আয়োজন! দোসর বিহীন, প্রেম বিহীন, অভিশপ্ত জীবনের বোঝা নিয়ে দীর্ঘ বন্ধুর পথ তাকে অতিক্রম করতেই হবে!

বলিতে বলিতে মেহেরা উদাসভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মমতা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া একটি আসনের ওপর লুটাইয়া পড়িল

চতুর্থ দৃশ্য

আগ্রা—সম্রাট সাজাহানের দেওয়ান-ই-খাস। কাল অপরাহ্ণ। কক্ষের পশ্চাতে একটি সুবৃহৎ বাতায়ন। সেই বাতায়নের পার্শ্বে বসিয়া সাজাহান তাজমহলের নির্ম্মাণকার্য্য গভীর মনঃ সংযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন। কক্ষের দ্বারদেশে দুইজন হাব্‌সি খোজা নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান

উজীর আসফ খাঁ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন

সাজাহান। এই যে উজীর সাহেব! এমন অসময়ে?

আসফ খাঁ। গোস্তাকি মাফ করুন হজরৎ আলি। অসময়ে এসে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়েছি।

সাজাহান। (মৃদু হাস্যে) বিশ্রাম? আমার বিশ্রাম? উজীর সাহেব! সাম্রাজ্যের গুরু দায়িত্বভার প্রথম যেদিন আমার মাথায় এসে পড়েছিল,—আপনি দীর্ঘকালের রাজকর্ম্মচারী, আপনার জানা

থাকাই সম্ভব,—সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ঠিক বিশ্রাম আমি কবে পেয়েছি আপনি আমায় বলতে পারেন? পাইনি,—বিশ্রাম আমি মোটেই পাইনি খাঁসাহেব! হ্যাঁ, আপনি কি বলতে এসেছেন, বলুন?

আসফ খাঁ। একটা দুঃসংবাদ আছে জাঁহাপনা!

সাজাহান। (ম্লানমুখে) দুঃসংবাদ? দুঃসংবাদ আমি ভয় করিনা উজীর সাহেব, আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন। আমার জীবনের সব চেয়ে বড় দুঃসংবাদ হলো ওই,—যা আপনি দেখছেন উজীর সাহেব,—যমুনার তীরে মাটীর নীচে আমি সমাধিস্থ করে রেখেছি!—হুঁ, তার পর? ও, হ্যাঁ,—আপনি কি যেন একটা দুঃসংবাদ আমাকে শোনাতে এসেছেন। আপনি বলুন, বলুন খাঁসাহেব!

আসফ খাঁ। সুবা বাংলার হুগলী এবং সপ্তগ্রাম মৌজা পর্ত্তুগীজ দস্যুরা দখল করে নিয়েছে জনাব!

সাজাহান। বটে!

আসফ খাঁ। এইমাত্র বাংলা থেকে একজন দূত এসেছে। তার মুখে সংবাদ পেয়েই আমি ছুটে আস্‌ছি জাঁহাপনা।

সাজাহান। বাংলা থেকে দূত পাঠিয়েছে কে?

আসফ খাঁ। সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠী গোকুল বিহারী।

সাজাহান। হুঁ!

চিন্তামগ্ন হইলেন

আসফ খাঁ। সুবাদার কাশেম খাঁকে অদ্যই পাঠাতে হবে জনাব!

সাজাহান। হুঁ, কাশেম খাঁকে পাঠাতেই হবে উজীর সাহেব! কিন্তু

আমি ভাবছিলাম কি যে কাশেম খাঁর সঙ্গে বাঙ্গালী মন্‌সবদার ময়ূখ নারায়ণকেও পাঠালে কেমন হয় ?

আসফ খাঁ। চমৎকার হবে জনাব ! বাংলাদেশ ময়ূখ নারায়ণের সুপরিচিত। তারপর সে নিজেও একজন অসাধারণ বীর। এই যে কাশেম খাঁ—

কাশেমখাঁর প্রবেশ

কাশেম খাঁ। জাঁহাপনার অনুমতি হলে বান্দা আজ রাত্রেই রওনা হতে পারে।

সাজাহান। পাঁচ হাজার ফৌজ সঙ্গে নিয়ে তুমি অদ্যই যাত্রা কর— কাশেম খাঁ। বাংলায় গিয়ে তোমার প্রথম কর্ত্তব্য হবে ঐ পর্ত্তুগীজ দস্যুদের হাত থেকে সপ্তগ্রাম এবং হুগ্‌লি পুনরুদ্ধার করা।

কাশেম খাঁ। চেষ্টার ত্রুটি হবে না খোদাবন্দ !

সাজাহান। না, না, শুধু চেষ্টা নয়, চেষ্টা নয় কাশেম খাঁ ! তোমাকে সফল কাম হতে হবে !

কাশেম খাঁ। যো হুকুম জনাবালি !

সাজাহান। বাঙ্গালী মনসবদার ময়ূখনারাযণকেও তোমার সাহায্যকারী রূপে আমি বাংলায় পাঠাচ্ছি। সে একজন অসম সাহসী যোদ্ধা ! তা বোধ হয় তোমার জানা আছে ?

কাশেম খাঁ। আমি জানি খোদাবন্দ !

সাজাহান। বাংলাদেশ তার সুপরিচিত। তার সঙ্গে পরামর্শ না করে তুমি কোনও কাজ করবে না। এই আমার আদেশ।

কাশেম খাঁ। যো হুকুম খোদাবন্দ ! বান্দার ইয়াদ থাকবে।

ময়ূখের প্রবেশ

সাজাহান। এই যে বাঙ্গালী মনসবদার!

ময়ূখ। বান্দার অভিবাদন গ্রহণ করুন শাহানশা মালেক!

সাজাহান। মনসবদার!

ময়ূখ। সম্রাট?

সাজাহান। তুমি অবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে নাও। সুবাদার কাশেমখাঁর সঙ্গে তোমাকে অদ্যই বাংলায় যাত্রা করতে হবে।

ময়ূখ। আমাকে? কেন সম্রাট?

সাজাহান। তোমার বীরত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই আমি শুধু শুনেছি। এবার আমি নিজে তার পরিচয় চাই।

ময়ূখ। জাঁহাপনা!

সাজাহান। বল মনসবদার!

ময়ূখ। জাঁহাপনা! আমি,—আমি অক্ষম।

সাজাহান। অক্ষম! মনসবদার, তুমি কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছো তা জানো?

ময়ূখ। শাহান্‌শা দীন দুনিয়াব মালেক,—

সাজাহান। উজীর সাহেব! একজন এক হাজারি মনসবদার আজ ভারত সম্রাট সাজাহানের সম্মুখে দাঁড়িযে তার আদেশ পালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করছে, এও কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে?

ময়ূখ। (কাতর স্বরে) শাহানশা, দয়ার অবতার,—দয়া করে বান্দাকে এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ করবেন না! জাঁহাপনা, একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য যে কোন জায়গায় গোলামকে যেতে হুকুম

করুন, সাম্রাজ্যের কল্যাণে এই অধীন হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত! কিন্তু বাংলায় নয়, বাংলাদেশে নয়,—এই প্রার্থনা!

সাজাহান। তোমার কথা আমি যেন ঠিক বুঝতে পারছিনা মনসবদার! বাংলাদেশ তোমার জন্মভূমি, তোমার মাতৃভূমি! সেখানে যেতে কেন তুমি অনিচ্ছুক? তুমি জান বর্ত্তমানে বাংলার অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে?

ময়ূখ। জানি সম্রাট!

সাজাহান। না, না, তুমি জান না! হুগলী এবং সপ্তগ্রাম সহর পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা দখল করে নিয়েছে জান তুমি এ সংবাদ? মোগল সম্রাট সাজাহানের আত্মসম্মানে ওরা কতখানি আঘাত দিয়েছে বুঝতে পার তুমি?

ময়ূখ। দোহাই সম্রাট! আমাকে আপনি উত্তেজিত করবেন না! মমতাকে হারিয়ে, না, না, আমার বুক ভেঙ্গে গেছে জনাব! বাংলায় ফিরে যেতে আমি কিছুতেই পারবনা!

সাজাহান। মমতা! মমতা তোমার কে? বল, বল মনসবদার!

ময়ূখ। সম্রাট, আমার পিতা নেই! মাতা নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই। বাংলাদেশে আমার আপনার বলতে ছিল একমাত্র সে,—আমার মমতা! কিন্তু পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে সম্রাট, তাই মমতা হারা হয়ে এই অপমানের কালিমা সর্ব্বাঙ্গে মেখে বাংলায় ফিরে যাবার প্রবৃত্তি আমার নেই, সাহস আমার নেই!

সাজাহান। কিন্তু সেই নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ তুমি নেবে না যুবক ?

ময়ূখ। প্রতিশোধ ? হ্যাঁ জাঁহাপনা, প্রতিশোধ হয়তো নিতে পারি! কিন্তু ফল কি ? আমার মমতাকে তো আর আমি ফিরে পাব না!

কান্নায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। সম্রাট আসন ছাড়িয়া উঠিলেন
ধীরে ধীরে ময়ূখের কাছে গেলেন এবং তাহার মস্তকে হাত
রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন

সাজাহান। ভালবাসার পূজারী! তুমিও ভালবাসার পূজারী ময়ূখনারায়ণ ? এতক্ষণে আমি সব বুঝতে পেরেছি! কিন্তু যুবক, ভালবাসার পূজা করতে গিয়ে কর্ত্তব্যকে তো অবহেলা করা চলে না! কর্ত্তব্য যে সকলের উপর! ময়ূখনারায়ণ, একবার চেয়ে দেখ,—ওই যে আমারই প্রাণের বাসনা রূপ ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে,—ওই তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ! ভেবে দেখ ময়ূখ,—আমার আলিয়াকে, আমার মমতাজকে আমি হারিয়েছি! যদি আমি কর্ত্তব্যকেই না বড় করে দেখতে পারতাম, তাহলে কি তুমি ভাব যুবক যে এই জীর্ণ মন নিয়ে, এই অবসন্ন দেহ নিয়ে, পারতাম আমি আজও এই তক্তে বসে রাজ্য শাসন করতে ? আমি পারতাম না, পারতাম না যুবক!

ময়ূখ। শাহান্‌শা!

সাজাহান। বাংলায় তোমাকে ফিরে যেতে হবে ময়ূখনারায়ণ! ওই

পর্ত্তুগীজ কুক্কুরদের নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ তোমাকে নিতে হবে। বাংলার বুক থেকে ওদের নাম, ওই শয়তানদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তোমাকে চিরদিনের তরে মুছে ফেলতে হবে! তোমাকে দেখতে হবে ময়ূখনারায়ণ যে তোমার ওই একটি মাত্র মমতার বিনিময়েও যদি অন্ততঃ আরও দশটি মমতাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখতে পার!

ময়ূখ। আমি যাচ্ছি,—বাংলায় আমি যাচ্ছি মেহেরবান্!

পঞ্চম দৃশ্য

সপ্তগ্রামে পর্ত্তুগীজ দস্যুদের অধিকৃত একটা বাড়ী। কাল—রাত্রি অনুমান এক প্রহর। একটি সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে গঞ্জালিস, অনূপনারায়ণ এবং চিন্তাহরি বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। গঞ্জালিস মাঝে মাঝে মদের গেলাসে চুমুক দিতেছিল। এক পার্শ্বে একটি গালিচার উপরে মহামায়ার মন্দিরের সেবিকা চিন্ময়ী বিষণ্ণ মুখে বসিয়াছিলেন

গঞ্জালিস। নেহি রাজা! হামি লোক রাজ্য নেই মাঙ্তা! সপ্তগ্রাম আউর হুগলী ডখল করিয়াছে, ব্যস, ও হামিলোক টুলিয়া ডিবে টুমার হাটে।

অনূপ। আমার হাতে? হুগলী আর সপ্তগ্রাম সহর তোমরা আমাকে দিয়ে দেবে?

গঞ্জালিস। হাঁ।

অনূপ নারায়ণ সন্দিগ্ধভাবে চিন্তাহরির দিকে চাহিলেন

চিন্তাহরি। তা দেবে বই কি মহারাজ! দেবে না? নিশ্চয় দেবে! এই সাহেব হুজুররা তো এদেশে রাজত্ব করতে আসেনি মহারাজ! এরা এসেছে জাহাজ বোঝাই মাল নিয়ে বাণিজ্য করতে, আর যে কোন উপায়ে হোক রোজগার করতে।

গঞ্জালিস। হাঁ হাঁ ঠিক বাট্ চিণ্টাহরি! হামি লোক আস্‌ছে খালি রোজগার করতে। টুমাডের ডেশে আসে হামি লোক মাল বেচিবে, রোজগার করিবে, আউর রূপেয়া বিলকুল আপ্‌না ডেশে ভেজ্ দেবে, ব্যস্!

চিন্তাহরি। তা তো বটেই! এটা আর আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না মহারাজ, এরা এদেশে রাজত্ব করবে কেন? এদের পোষাবে কেন? বছর সালিয়ানা এক একটা প্রজার কাছ থেকে এক টাকা সাড়ে ছ'আনা হিসেবে খাজ্‌না আদায় করে কি এদের চলে কখনো? এরা এক একজন প্রজার বাড়ীতে দলবল নিয়ে গিয়ে হাজির হবে, প্রজাদের নাকের ডগার উপর বন্দুক বাগিয়ে ধরে বলবে,—"রূপেয়া দেও, নেই দেগা তো মার ডালেগা, বাড়ী ঘর সব জ্বালিয়ে দেগা!" ব্যস্, একটাকা সাড়ে ছ-আনার যায়গায় কম করেও একশো টাকা আদায় করে তবে ছাড়বে।

গঞ্জালিস। জরুর! ঠিক বাট্ চিণ্টাহরি। হামিলোক একডিনে একশো বরিষকা খাজনা আদায় করিয়া লিবে।

চিন্তাহরি। বটেই ত! তাই বলছিলাম মহারাজ,—এ দেশে তো রাজত্ব করবেন আপনি। আজ হুগলী আর সপ্তগ্রাম দিচ্ছে, কাল এনে দেবে মুকস্থদাবাদ; জাহাঙ্গীর নগর! এই ভাবে এই সাহেব হুজুরদের

সাহায্যে গোটা বাংলা দেশটাই আপনার অধিকারে এসে যাবে মহারাজ! আপনি ভাবছেন কেন?

অনূপ। কিন্তু তারপরে আসবে আগ্রা থেকে বাদশার ফৌজ! ঠেকাবে কে?

চিন্তাহরি। কেন? এরা!

অনূপ। না, না, তুমি বুঝতে পারছোনা দেওয়ান। ময়ুখকে নিয়েই এখন আমার যত ভাবনা! যা ডান্‌পিটে ছেলে! আগ্রায় গিয়ে সে কি আর চুপ করে বসে আছে? হয তো বাদ্‌শার কাছে আমার নামে কত কিছু লাগাচ্ছে!

চিন্তাহরি। হ্যাঁ! তার জন্য আবার ভাবনা! আপনি তো উজীর আসফ খাঁকে বড় রকম ভেট পাঠিয়ে জানিয়েই দিয়েছেন যে ময়ূখ নারায়ণ বিদ্রোহী হয়েছে। বাদশার দরবারে সে মোটে আমলই পাবে না! তারপর সে যে আগ্রাতেই গেছে তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই মহারাজ? হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে। গুজবকে তো আর সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায় না!

গঞ্জালিস। চিণ্টাহরি!

চিন্তাহরি। হুজুর!

গঞ্জালিস। মাউথ ক্যা করছে?

চিন্তাহরি। বিদ্রোহী হয়েছে হুজুর, বিদ্রোহী হয়েছে।

গঞ্জালিস। বিদ্রোহী?

চিন্তাহরি। বিদ্রোহী বৈ কি হুজুর!—তোমাদের বজ্‌রা ডুবিয়েছে, সাহেব সুবো মেরেছে, মহারাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে,—বিদ্রোহী নয়? ওকে যে কোন রকমে ধরা গেলনা সাহেব! একবার ধরতে পারলে—

গঙ্গালিস। ছোঃ! আরে ছোড়্ ডেও—ছোড়্ ডেও চিণ্টাহরি! সন্ন্যাসীকো পাকাড় লিয়েছে,—বোলাই কো ভি পাকাড় লিয়েছে,—ও একেলা ক্যা করতে পারে? স্ফূর্ত্তি করো রাজা, মজা করো! (চিন্ময়ীর প্রতি) এই বিবি! টুম্ বৈঠা হ্যায় কেনো?—গাহান্ করো! এই বিবি!

চিন্ময়ী। আমি বিবি নই!

গঙ্গালিস। বিবি নেই? তব্ ক্যা আছে? বাবা আছে? হাঃ হাঃ হাঃ—

সাহেবের রহস্য শুনিয়া অনূপনারায়ণ এবং চিন্তাহরিও হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না

চিন্ময়ী। আমার লাঞ্ছনা দেখে এই বোম্বেটের সঙ্গে সঙ্গে আপনিও হাসছেন মহারাজ? আপনি না এ রাজ্যের রাজা?—প্রজার পালক? ছিঃ—

গঙ্গালিস। আরে বিবি, আলবৎ টোম্ বাবা আছে! গাহান্ করো,—জলদি গাহান করো—

চিন্ময়ী। গান আমি গাইব না!

গঙ্গালিস। কাঁহে?

চিন্ময়ী। আমার খুসী!

গঙ্গালিস। খুসী হিঁয়া চলবে না! গাহান্ করতে হোবে!

চিন্ময়ী। জোর করে?

গঙ্গালিস। হাঁ!

চিন্ময়ী। একি অত্যাচার? আমি কিছুতেই গান গাইব না!

গঙ্গালিস। গাহান্ করবে না তব্ হিঁয়া আস্‌ছে কেনো?

চিন্ময়ী। আমি এখানে আসিনি। গুরুদেবকে আর আমাকে তোর লোকেরা গিয়ে জোর করে মন্দির থেকে ধরে এনেছে!

গঞ্জালিস। (ধমকাইয়া) ব্যস্—ব্যস্—যাস্তি বাত্ মাৎ করো! গাহান্ করবে কি না বলো!

চিন্ময়ী। না।

গঞ্জালিস। করবে না?

চিন্ময়ী। আপনি এই দুর্বৃত্তকে বুঝিয়ে দিন মহারাজ, যে আমি মন্দিরের সেবিকা। মহামায়ার সম্মুখে অথবা গুরুদেবের আদেশ ভিন্ন আমি গান কোন দিন গাইনি!

চিন্তাহরি। আমি বলছিলাম কি মা, যে একটা গান গাইলেই যদি তোমাকে নিস্কৃতি দেয়—

চিন্ময়ী। না, না,—

গঞ্জালিস। (উচ্চকণ্ঠে) ডাকুন্-হা! ডাকুন্-হা!

বাহির হইতে ডাকুন্হার
সাড়া পাওয়া গেল

সন্ন্যাসী আউর বোলাইকো ভেজো! (চিন্ময়ীকে) হামি ডেখ্বে টুম গাহান্ করো কিনা!

চিন্তাহরি। মহারাজ, এখন আমাদের উঠলে হয় না? রাতও অনেকটা হয়েছে!—

গঞ্জালিস। নেই, নেই চিণ্টাহরি! বৈঠ যাও! গাহান্ শোন!—এই বিবি!

চিন্ময়ী। মা দশভুজা! তোর দশহাত আজ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস মা? কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?

ক্রন্দন

ডাকুন্‌হার প্রবেশ

ডাকুন-হা। এই বাঙ্গালী! জল্‌দি আও! জল্‌দি আও!

রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় বলাই এবং যোগানন্দের প্রবেশ।

যোগানন্দ। একি! চিন্ময়ী কাঁদছে?

বলাই। এরা মায়ের উপর অত্যাচার করেছে গুরুদেব! ওঃ এ দৃশ্যও আজ চোখে দেখতে হলো!

যোগানন্দ। অত্যাচার! অত্যাচার না করলে কি মা জাগে? জাগে না! অনেক কাল ধরে বেটী ঘুমিয়ে আছে! সে ঘুম কি অমনি ভাঙ্গে বলাই? চাই অত্যাচার! অত্যাচার!!

চিন্ময়ী। (উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) গুরুদেব! গুরুদেব!

যোগানন্দ। কাঁদ্‌ছো কেন মা চিন্ময়ী? একি কান্নার সময়? আনন্দ কর মা, আনন্দ কর! মাকে চীৎকার করে ডাকো! মাকে জাগাও—মাকে জাগাও,—

চিন্ময়ী তার স্বরে গাহিতে লাগিলেন

গীত

নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে—
জাগো চণ্ডিকা মহাকালী।
মৃতের শ্মশানে নাচো মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশক্তি
দনুজদলনী করালী॥

প্রাণহীন শবে শিব-শক্তি জাগাও—
নারায়ণের যোগ নিদ্রা ভাঙ্গাও
অগ্নি শিখায় দশ দিক রাঙাও
বরাভয় দায়িনী নৃমুণ্ডমালি ॥
শ্রীচণ্ডীতে তোরই শ্রীমুখের বাণী—
কলিতে আবির্ভাব হবে তোর ভবানী !
এসেছে সে কলি কালিকা এলি কই ?
শুম্ভ নিশুম্ভ জন্মেছে পুনঃ ঐ—
অভয় বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ—
শুনিব কবে তব খর করতালি ॥

গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্ময়ী মূর্চ্ছিতা হইয়া যোগানন্দের পায়ের তলায় পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে কামান গর্জ্জন শোনা গেল

অনূপ। ও কিসের শব্দ ?

চিন্তাহরি। তাইতো মহারাজ !

গঞ্জালিস। (চীৎকার করিয়া) ডাকুন্-হা, ডাকুন্-হা !

যোগানন্দ। (সোল্লাসে) জেগেছে বলাই, সর্ব্বনাশী জেগেছে !

বন্দুকের আওয়াজ এবং মনুষ্য কণ্ঠের কোলাহল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ছুটিয়া আল্‌ভারেজের প্রবেশ

আল্‌ভারেজ। বাহার চলো। জল্‌দি বাহার চলো গঞ্জালিস ! দুষমণ !

ছুটিয়া কাশেম খাঁ ময়ূখ নারায়ণ এবং কতিপয় মোগল সৈন্যের প্রবেশ

কাশেম। আর পালাতে হবে না, পালাতে হবে না শয়তানের দল !

গঞ্জালিস। এই, গুলি মাৎ ছোড়। হামি লোক ধরা দিয়েছে !

দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইল

বলাই। গুরুদেব, গুরুদেব,—মহারাজ ময়ূখ নারায়ণ!

যোগানন্দ। কই? কোথায়?

ছুটিয়া ময়ূখের প্রবেশ

ময়ূখ। গুরুদেব! গুরুদেব!

যোগানন্দ। ময়ূখ! আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

ময়ূখ। না গুরুদেব! আপনার স্বপ্ন আজ সত্যে পরিণত হয়েছে! আপনার পাদস্পর্শে করে একদিন যে মহাব্রত আমি গ্রহণ করেছিলাম, আজ তার উদ্‌যাপন! বাঙ্‌লার বুকের ওপর সাগর পারের ওই বিদেশী দস্যুদের অত্যাচারের প্রতিশোধ!!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভীমাশ্বে রাজা অনূপনারায়ণের উদ্যানবাটী। একটি প্রকোষ্ঠে অনূপনারায়ণ এবং চিন্তাহরি। অনূপনারায়ণ পালঙ্কের উপর বসিয়াছিলেন,—চিন্তাহরি পার্শ্বে দণ্ডায়মান। রাত্রি অনুমান দ্বিপ্রহর। চারিদিক নিস্তব্ধ।

অনূপ। না, না, তুমি বুঝতে পারছো না দেওয়ান। এখান থেকে পালিয়েই বা আমি যাব কোথায়? যেখানেই যাব সেখান থেকেই বাদ্‌শার ফৌজ আমায় টেনে বার করবে।

চিন্তাহরি। আমি আপনাকে যে এখান থেকে ঠিক পালিযে যেতেই বল্‌ছি, তা নয় মহারাজ।

অনূপ। তবে?

চিন্তাহরি। আমি বলছিলাম যে এখন যেমন আছেন, ঠিক তেম্‌নি আরও দিনকতক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। দেখাই যাক না বাদ্‌শার মতলবটা কি।

অনূপ। বাদশা যা করবেন তা আমি চোখের উপর স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি দেওয়ান। আমার ফারমানটি নাকচ করে, সুবাদার কাশেম খাঁকে হুকুম দেবেন অবিলম্বে আমাকে বেঁধে আগ্রায় পাঠাতে। আমার লাঞ্ছনার আর অবধি থাকবে না।

চিন্তাহরি। কিন্তু সে হুকুম তো আর সত্যি দেন নি তিনি? আপনার ফারমানও নাকচ করেন নি? এখনো ত আপনিই এ রাজ্যের রাজা।

অনূপ। রাজা! আমার পাপ রাজত্বের অবসান হয়েছে দেওয়ান, তার পরিসমাপ্তি হয়েছে। এ রাজ্যের রাজা এখন ময়ূখনারায়ণ!

চিন্তাহরি। তা কেন মহারাজ? তিনি তো এখনো বাদ্‌শার ফারমান পান নি?

অনূপ। পাবে, পাবে, বাদশার প্রিয়পাত্র সে,—মোগল দরবারের এক-হাজারি মনসবদার! ফারমান্ পেতে তার দেরি হবে না দেওয়ান,—ফারমান তার আস্‌ছে।

চিন্তাহরি। কিন্তু আমার মনে হয় মহারাজ,—মিছে আপনি ভয় করছেন। অতটা ভয়ের হয়তো কোনই কারণ নেই।

অনূপ। কারণ নেই? এ তুমি বলছো কি দেওয়ান? তুমি কি মনে কর পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে আমার মেলামেশার কথা বাদশার কাণে উঠতে এখনো বাকি আছে? কে?—কে ওখানে? কে চলে গেল?

চিন্তাহরি। (দেখিয়া আসিয়া) কৈ? কেউ তো নেই মহারাজ?

অনূপ। কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখতে পেলাম কে যেন ওদিক দিয়ে চলে গেল?

চিন্তাহরি। হয় তো কোন চাকর বাকর ওদিকে গিয়ে থাকবে।

অনূপ। না, না, তারা কেউ এ বাড়ীতে থাকে না।

চিন্তাহরি। ও তবে আপনার দেখতে ভুল হয়েছে মহারাজ!

অনূপ। যাক্। তার পর শোন। আমার কর্ত্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি। বাদ্‌শার নজর থেকে পালিয়ে বেড়াতে আর আমি পারবো না। এই তিন মাস কাল এই ঘরের ভেতর লুকিয়ে থেকে আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। মনে সর্ব্বদা ভয়,—কখন জানি বাদশার ফৌজ আসে! কখন্ জানি আমাকে এসে বেঁধে নিয়ে যায়! এভাবে কি মানুষ বাঁচতে পারে কখনো? আর বেঁচে থেকেই বা লাভ কি?

চিন্তাহরি। কি স্থির করলেন?

অনূপ। বল্‌ছি। তোমাকে আজ এই গভীর রাত্রে ডেকে এনেছি কেন জান চিন্তাহরি?

চিন্তাহরি। কেন মহারাজ?

অনূপ। আমি পরপারের যাত্রী। তাই যাবার আগে একবার তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে!

চিন্তাহরি। ক্ষমা! আমার কাছে?

অনূপ। হ্যাঁ দেওয়ান,—তোমার কাছে। জীবনে বহু পাপ কাজ আমি করেছি, কিন্তু (চিন্তাহরির কাছে আসিলেন) কিন্তু তোমার কাছে আমি কত বড় অপরাধে অপরাধী তা তুমি আজও জাননা চিন্তাহরি! যদি তা জানতে,—

চিন্তাহরি। জানি,—আমি তা জানি রাজা অনূপনারায়ণ!

অনূপ। জান? তুমি জান যে তোমার স্ত্রী যমুনার অপহরণের মূলে ছিলাম আমি?

চিন্তাহরি। (কর্কশ কণ্ঠে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি!—আর সে কথা জানি আমি আজ নয়, বহুকাল আগে!

অনূপ। সে কি! এ কথা জেনেও তুমি আমারই রাজ্যের দেওয়ান ছিলে?

চিন্তাহরি। হ্যাঁ, ছিলাম!

অনূপ। অথচ সব জেনে শুনেও আমার বিরুদ্ধে তুমি একটি কথাও বলনি? আমার এই জঘণ্য অন্যায়ের প্রতিশোধের চেষ্টা তুমি করনি?

চিন্তাহরি। করিনি? প্রতিশোধের চেষ্টা আমি করিনি?

অনূপ। করেছো?

চিন্তাহরি। প্রতিশোধের চেষ্টাই শুধু করিনি রাজা অনূপনারায়ণ,—প্রতিশোধ আমি নিয়েছি!

অনূপ। নিয়েছো? কেমন করে, কি প্রতিশোধ তুমি আমার ওপর নিলে দেওয়ান? তুমি বল,—বল!

চিন্তাহরি। রাজা অনূপনারায়ণ! কি প্রতিশোধ আমি নিয়েছি তা বুঝতে পারছো না?

অনূপ। না দেওয়ান! পারছি না,—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি বল!

চিন্তাহরি। রাজা! তোমাকে আজ এই শোচনীয় অবস্থায় টেনে এনেছে কে? পর্তুগীজদের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতার মূলে ছিল কে? ঘুমন্ত ময়ূখনারায়ণকে জাগিযে তুললে কে? তিলে তিলে পলে পলে তোমার এই অধঃপতন ঘটিয়েছে কে? সে এই আমি—আমি—আমি!

অনূপ। তুমি? তুমি চিন্তাহরি?

চিন্তাহরি। হ্যাঁ রাজা, সে আমি! আমার বুকে যে আগুন তুমি জ্বেলে দিয়েছিলে, তার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে আমি ময়ূখকে জাগাবার জন্য, তোমাদের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাকে ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্য, তার মমতাকে পর্য্যন্ত পর্তুগীজ দস্যুদের পায়ে আমি বলি দিয়েছি! জান তুমি এসব কথা?

অনূপ। শুধু এই? আমার কৃত অন্যায়ের শুধু এই প্রতিশোধ নিয়েই তুমি তৃপ্ত হয়েছ দেওয়ান?

চিন্তাহরি। তৃপ্তি? কৈ?—না! অন্যাযের প্রতিশোধ আমি নিয়েছি, কিন্তু তৃপ্তি তো পাইনি?

অনূপ। পাবে কি করে দেওয়ান? কাজ যে এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে! (সহসা পালঙ্কের উপর হইতে একটা ছোরা আনিয়া) এই নাও, আমাকে হত্যা কর, তৃপ্তি তুমি পাবে! নাও, নাও,—কাজ শেষ কর দেওয়ান!

চিন্তাহরি। (ছোরা গ্রহণ করিয়া) রাজা! তুমি কি মনে কর যে তুমি এখনো বেঁচে আছো?—আজও তুমি মরনি?

ছোরা ফেলিয়া দিলেন

অনূপ। (আর্ত্তভাবে) চিন্তাহরি!

চিন্তাহরি। প্রতিশোধ আমি নিয়েছি রাজা! তা নইলে, তুমি কি ভুলেও তোমার জীবনে কোনদিন কল্পনাও করেছিলে যে অনুশোচনার জ্বালায় পাগল হয়ে তুমি,—রাজা অনূপনারায়ণ,—আজ আমার কাছে,—এই দীন ভৃত্যের কাছে, করজোড়ে সেই নিষ্ঠুর অপরাধের

জন্য ক্ষমা চাইবে ? এর চেয়ে বেশী আর কি প্রতিশোধ আমি নিতে পারি রাজা ?

যমুনার প্রবেশ। তাহার হাতে স্মতীক্ষ্ণ ছুরিকা

যমুনা। না! প্রতিশোধ তুমি নাওনি,—নিতে পারোনি। তুমি ক্ষমা করেছ! ক্ষমা করাকে প্রতিশোধ নেওয়া বলে না! তুমি ভীরু! —রাজা অনূপনারায়ণ!

অনূপ। কে? কে তুমি?

যমুনা। আমি যমুনা!

অনূপ। যমুনা?

যমুনা। হ্যাঁ যমুনা,—তোমার মৃত্যুদূত!

ছুটীয়া অনূপনারায়ণকে হত্যা করিতে উদ্যত

চিন্তাহরি। (যমুনার হাত ধরিয়া) ছিঃ যমুনা, করছো কি? তুমি করছো কি! অত্যাচারী অনূপনারায়ণ তো আজ বেঁচে নেই। মরার বুকে ছোরা বসিয়ে তোমার কি লাভ হবে? কি তৃপ্তি তুমি পাবে উন্মাদিনী? চল, এখান থেকে বেরিয়ে চল!

যমুনা। কোথায়? কোথায় গেলে আমি শান্তি পাবো?

কাঁদিয়া ফেলিল

চিন্তাহরি। কোথায় তা জানিনা যমুনা। তবে মানুষের সমাজে তো আর আমাদের স্থান নেই! তোমার অপহরণের ফলে আমরা যে হিন্দু সমাজের কাছে অচল,—অস্পৃশ্য! আমাদের প্রাণের ব্যথা তো এরা বুঝবে না! চল যাই, খুঁজে দেখি কোথাও একটু শান্তির আশ্রয় পাওয়া যায় কিনা!

উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন। অনুপনারায়ণ উদাস দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য পথ। জনৈক উদাসী গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল

গান

ওরে আশ্রয়হীন শান্তি বিহীন
আছে তোরও ঠাঁই আছে।
সকলেরে যিনি আশ্রয় দেন
তাঁর চরণের কাছে॥
তোর যেখানে যা কিছু আশ্রয় ছিল,—
যে নিঠুর নিজে এসে ভেঙ্গে দিল,
সেই তোর তরে নিত্য পরম
আশ্রয় রচিয়াছে॥

তাঁর ললাটের আগুনের দাহ
দেখেছিস তুই যবে,—
নামিবে এবার করুণ গঙ্গা
অমৃতে পূর্ণ হবে।
(জীবন অমৃতে পূর্ণ হবে)
তুই নির্ম্মল হলি আগুনে পুড়িয়া,—
এইবার চল জুড়াইতে হিয়া,
ওরে, মরণের মাঝে দেখরে পরম
অমৃতময় নাচে ॥
(যাঁর চরণে মরণ লভেছে মরণ)

তৃতীয় দৃশ্য

আগ্রা—দেওয়ান-ই-খাসের অলিন্দ। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্ব ভাগ। সম্রাট সাজাহান তাজমহলের দিকে চাহিয়া ধ্যানরত তাপসের ন্যায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণশরিফ খোলা রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পড়িতে-ছিলেন। উজীর আসফ খাঁ ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করিলেন। সম্রাটকে তদবস্থায় দেখিয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেন। সহসা সম্রাটের দৃষ্টি আসফ খাঁর দিকে ফিরিয়া আসিল।

সাজাহান। কে ও? আপনি? কতক্ষণ অপেক্ষা কচ্ছেন খাঁ সাহেব?

আসফ খাঁ। বেশীক্ষণ নয় জনাব! এই একটু আগেই আমি এসেছি।

সাজাহান। তাইত! আমি যেন সম্প্রতি একটু বেশী অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছি। না খাঁ সাহেব? আপনি আমায় ডাকলেন না কেন?

আসফ খাঁ। ডেকে আপনার ধ্যান ভাঙ্গাতে আমার সাহস হ'ল না জাঁহাপনা—!

সাজাহান। আমার ধ্যান? (ম্লান হাসি)—তার পর? এই সন্ধ্যে বেলা কি মনে ক'রে খাঁ সাহেব? আজ আবার কোনও দুঃসংবাদ আছে নাকি?

আসফ খাঁ। না জাঁহাপনা! আজ একটা সুসংবাদ আমি বহন ক'রে এসেছি।

সাজাহান। সুসংবাদ—? ভাল! বলুন, বলুন উজীর সাহেব,—আপনার সুসংবাদটা কি শুনি?

আসফ খাঁ। সুবাদার কাশেম খাঁ সংবাদ পাঠিয়েছেন, মনসবদার ময়ূখনারায়ণের অপূর্ব্ব বীরত্বে সুবা বাংলার হুগলী এবং সপ্তগ্রাম সহর পর্ত্তুগীজদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করা হ'য়েছে জনাব!

সাজাহান। চমৎকার! সাবাস। কাশেম খাঁ! সাবাস্ বাঙ্গালী মনসবদার!—আপনি অবিলম্বে ওদের দুজনকে আমার সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করুন উজীর সাহেব!

আসফ খাঁ। হুকুম তামিল হবে জাঁহাপনা।

সাজাহান। দেখুন উজীর সাহেব! আজ ক'দিন ধরে একটা কথা আমি ভাবছি।

আসফ খাঁ। কি জাঁহাপনা?

সাজাহান। রাজা অনূপনারায়ণের ফারমান আমি নাকচ করতে চাই উজীর সাহেব। কারণ, আমি শুনেছি যে বাঙলায় পর্ত্তুগীজদের প্রাধান্য এতটা বেড়ে উঠেছিল একমাত্র তারই সাহায্যে।

আসফ খাঁ। কিন্তু তার ফারমান নাকচ করবার আর কোন প্রয়োজন নেই জাঁহাপনা।

সাজাহান। প্রয়োজন নেই? কেন?

আসফ খাঁ। বাঙলা থেকে যে দূত এসেছিল তার মুখেই শুনতে পেলাম জাঁহাপনা যে অনূপনারায়ণ সম্রাটের ভয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সাজাহান। আত্মহত্যা করেছে?—নির্ব্বোধ!—যাক্। তাহলে আপনি আজই ময়ূখনারায়ণের কাছে আদেশপত্র পাঠান উজীর সাহেব, সে যেন বারবক্ সিং পরগণায় ফিরে গিয়ে অবিলম্বে শাসনভার গ্রহণ করে। কিন্তু,—কিন্তু তার ফারমান্?

আসফ খাঁ। অনূপনারায়ণের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ময়ূখনারায়ণের ফারমান আমি তৈরি করেই এনেছি জনাব!

সাজাহান। তার ফারমান্ তৈরি করেই এনেছেন?

আসফ খাঁ। গোস্তাকি মাফ্ করুন হজরত আলি! মন্সবদার ময়ূখনারায়ণকে সম্রাট তার পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দেবেন, এ আমি জানতাম।

সাজাহান। আপনি জানতেন?

আসফ খাঁ। হ্যাঁ সম্রাট!

আসফ খাঁ সম্রাটের হাতে ফারমান দিলেন। সম্রাট তাহা পাঠ করিয়া হাসিয়া কহিলেন

সাজাহান। উজীর সাহেব বিজ্ঞ!—এই যে ওমরাহ আসাদ্ খাঁ সাহেব! আসুন আসুন খাঁ সাহেব!

আসাদ্খাঁর প্রবেশ

আসাদ্ খাঁ। সম্রাট!

সাজাহান। বলুন খাঁ সাহেব! আপনি ইতস্ততঃ কচ্ছেন কেন?

আসাদ্ খাঁ। ময়ূখনারায়ণ বাঙলা থেকে ফিরে এসেছে।

সাজাহান। ফিরে এসেছে?

আসাদ্ খাঁ। হ্যাঁ জাঁহাপনা! কিন্তু,—

সাজাহান। কিন্তু?

আসাদ্ খাঁ। সে তার মনসবদারীর দায়িত্বভার ত্যাগ করতে এসেছে জাঁহাপনা!

সাজাহান। সে কি? হঠাৎ?

আসাদ্ খাঁ। জানি না জাঁহাপনা! নিতান্ত চপলমতি! আমি অনেক করে বুঝিয়েও তাকে শান্ত করতে পারিনি। বলে, সে এখন থেকে প্রকাশ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। সম্রাট! সে আমার বন্ধুপুত্র,—আমার জীবনদাতা। তাই আমার প্রার্থনা,—

সাজাহান। (মৃদু হাস্যে) আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! কিন্তু তার কারণ?

আসাদ্ খাঁ। সে বলে যে তার পিতৃব্য অনূপনারায়ণের রাজত্ব অন্যায় জেনেও সম্রাট তার প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তাকেই আজও আপনি সমর্থন ক'চ্ছেন!

সাজাহান। বটে!

আসাদ্ খাঁ। সম্রাট! সে আমার বন্ধুপুত্র,—আমার প্রাণদাতা! তাই সম্রাটের কাছে আমার প্রার্থনা,—

দ্বাররক্ষীর প্রবেশ

রক্ষী। বাঙ্গালী মনসবদার সাহেব।

রক্ষীর প্রস্থান

সাজাহান। তাকে উপস্থিত কর।

ময়ূখের প্রবেশ

সাজাহান। বাঙলার সংবাদ—মনসবদার ?

ময়ূখ। জঁাহাপনা! হুকুম আমি তামিল করে এসেছি। বাঙ্‌লা দেশে পর্ত্তুগীজদের চিহ্নমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই।

সাজাহান। তোমার কার্য্য দক্ষতায় আমি প্রীত হ'যেছি মনসবদার! তোমাকে আমি পুরস্কৃত করবো। কি পুরস্কার তুমি চাও যুবক ?

ময়ূখ। শাহানশা মেহেরবান! দাস জাঁহাপনার আদেশ পালনের জন্যই বাংলায় গিযেছিল,—পুরস্কারের লোভে নয়!

সাজাহান। এমন নির্লোভ পুরুষ আমার সাম্রাজ্যে আমি কখনও দেখিনি উজীর সাহেব!

ময়ূখ। বাঙ্‌লায় অনেক আছে সম্রাট।

সাজাহান। এমনই বিচিত্র দেশ বাঙ্‌লা ?

ময়ূখ। সত্যই বাঙ্‌লা বড় বিচিত্র দেশ জাঁহাপনা। তার অধিবাসীদের বাহুতে শক্তি আছে, তবু তারা শান্তিপ্রিয়; হৃদয়ে বল আছে, তবু তারা কোমল; মনে দৃঢ়তা আছে, তবু পরদুঃখে তারা কাতর!

সাজাহান। বটে ?

ময়ূখ। বাঙ্‌লা আপনার অপরিচিত নয় সম্রাট !

সাজাহান। সত্য বাঙ্গালী মনসবদার, সত্যই বাঙ্‌লা আমার অপরিচিত নয়।—বাঙ্‌লার নদী মেখলা—শ্যাম প্রান্তর, বাঙ্‌লার শারদগগনের শুভ্র মেঘমালা, বাঙলার শ্রাবণদিনের অবিরাম বারিধারা, আজও আমার মনকে সেখানে টেনে নিয়ে যায়। ইচ্ছা হয়, মোগল রাজধানীর এই কৃত্রিম আড়ম্বর ত্যাগ করে ভীমা পদ্মার ভৈরবী রূপের সান্নিধ্যে মর্ম্মর প্রস্তর গঠিত আমার মর্ম্মবাণী মমতাজের ওই স্মৃতি-হর্ম্ম্য প্রতিষ্ঠা করে, আমি আমার দীর্ঘ অভিশপ্ত জীবনের শেষ ক'টাদিন শান্তিতে অতিবাহিত করি।

ময়ূখ। বাঙ্গালী ধন্য সম্রাট !

সাজাহান। সত্যই বাঙ্গালী ধন্য মনসবদার,—নন্দন কাননতুল্য-ভূমিতে সে জন্মগ্রহণ করেছে বলে।

ময়ূখ। আর ধন্য,—শাহানশার প্রীতি লাভ করে।

সাজাহান। কিন্তু মনসবদার, আমার অতি প্রিয় এই বাঙ্‌লা দেশের জন্য আমি আজ বড়ই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছি।

ময়ূখ। দাস এইমাত্র বাঙ্‌লা থেকে ফিরে এসেছে সম্রাট ! নিজের চোখে সে দেখে এসেছে বাঙলায় আজ গভীর শান্তি বিরাজ ক'চ্ছে। নিজের হাতে অধীন বাংলার রাহুকুল নির্ম্মূল করে দিয়ে এসেছে।

সাজাহান। কিন্তু আবারও রাহুর উদয় ত অসম্ভব নয় বাঙ্গালী ?

ময়ূখ। শক্তিমান্, সহানুভূতি-সম্পন্ন কোন শাসনকর্ত্তাকে বাঙ্‌লায় পাঠিয়ে দিন সম্রাট !

সাহাজান। তেমন শাসনক্ষম লোক আমাদের কেউ আছেন আসফ খাঁ ?

আসফ খাঁ। আমি তো একটি মাত্র লোককেই জানি সম্রাট !

সাজাহান। কে তিনি ?

আসফ খাঁ। আপনার সম্মুখেই তিনি আছেন সম্রাট ! বাঙলায় চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারেন পরলোকগত মহারাজা দেবেন্দ্র নারায়ণের পুত্র—ময়ূখনারায়ণ।

ময়ূখ। কিন্তু ময়ূখনারায়ণ সে দায়িত্ব বহন ক'রতে অসমর্থ উজীর সাহেব !

সাজাহান। যদি তোমায় সম্রাট আদেশ করেন মনসবদার ?

ময়ূখ। মনসবদারীর দায়িত্ব থেকে আমি অব্যাহতি চাইব সম্রাট ! আর আমি তা চাইতেই এসেছি জাঁহাপনা !

নিজের কটিবন্ধ এবং তরবারি সম্রাটের সম্মুখে রাখিলেন

সাজাহান। সম্রাটের প্রজাও সম্রাটের আদেশ বহ !

ময়ূখ। আদেশ পালনে অসমর্থ প্রজা বিদ্রোহ করে সম্রাট !

সাজাহান। বিদ্রোহীর শাস্তি কি তা জান বাঙ্গালী ?

ময়ূখ। শুধু বিদ্রোহ ? তার চেয়েও গুরুতর অপরাধের দণ্ড বহন করবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আমি এসেছি সম্রাট !

সাজাহান। তারও চেয়ে গুরুতর অপরাধ ? বল বাঙ্গালী আরো কি অপরাধ তুমি আমার কাছে গোপন রেখেছ ?

ময়ূখ। গোপন? গোপন রাখিনি সম্রাট,—গোপন রাখতে আমি পারিনি। সেই অপরাধের গ্লানি নিশিদিন আমার মনে তুষের আগুনের মত জ্বলছে সম্রাট! নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসে নিরুপায় হয়ে সারা বাঙ্‌লায় আমি মৃত্যুর তাণ্ডব জাগিয়ে তুললাম। কিন্তু মৃত্যু আমায় স্পর্শও ক'রলে না, পরম উপেক্ষা ভরে চলে গেল! সম্রাট! সম্রাট! এই অভিশপ্ত জীবন আমি আর বইতে পাচ্ছি না! আমায় আপনি দণ্ড দিন!—আমি নারীহন্তা!

সাজাহান। নারীহন্তা?

ময়ূখ! হ্যাঁ সম্রাট, আমি নারীহন্তা! আমার মমতাকে আমি নিজের হাতে কামানের গোলায় ভস্ম করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি!

সাজাহান। উজীর সাহেব! অপরাধী নিজে তার অপরাধ স্বীকার কচ্ছে। নারীহন্তাকে তার উপযুক্ত দণ্ড দিতে আমরা দ্বিধা বোধ করব না।

ময়ূখ। শাহানশা সম্রাট! সত্যই আপনি ন্যায়াধীশ, প্রজা প্রতিপালক দুষ্কৃত দমনকারী! তাই আপনার কাছে আমি আজ মৃত্যু দণ্ড চাই সম্রাট।

সাজাহান। হ্যাঁ! মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন নারীহন্তার অন্য দণ্ড হয় না।

আসাদ্। সম্রাট!

ময়ূখ। আপনার এই ন্যায় বিচার আপনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে সম্রাট! আমার অভিশপ্ত আত্মা মৃত্যুর ভেতর দিয়ে মুক্তি পেয়ে দিকে দিকে সম্রাট সাজাহানের জয় কামনা নিয়ে ফিরবে। দণ্ডের আদেশ দিন সম্রাট্।

সাজাহান। উজীর সাহেব!

আসফ্ খাঁ। সম্রাট্!

সাজাহান। এই নারীহন্তাকে আপাততঃ কারাগারে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিন। কাল প্রত্যুষে—

মেহেরার প্রবেশ

মেহেরা। দয়া করে ক্ষণেক অপেক্ষা করুন শাহানশা! ময়ূখনারায়ণ নারীহন্তা নয়।

সাজাহান। নারীহন্তা নয়? তুমি তার প্রমাণ দিতে পার মেহেরা?

মেহেরা। পারি সম্রাট!—বাঁদী!

বাঁদীর প্রবেশ

মমতা বিবিকে নিযে আয়!

ময়ূখ। মমতা! মমতা বেঁচে আছ? আমি তাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিই নি?

বাঁদী মমতাকে লইয়া প্রবেশ করিল

মেহেরা। সম্রাটকে কুর্ণিশ কর বহিন্!

মমতা কুর্ণিশ করিল

সাজাহান। যেন শিশিরস্নাত স্থলপদ্ম! ময়ূখনারায়ণ! তুমি আমার কাছে দণ্ড চেয়েছিলে! এই নাও তোমার দণ্ড পত্র!

মেহেরা। (আর্ত্তস্বরে) সম্রাট!

ময়ূখ। সম্রাট! এ যে ফারমান! রাজ্য শাসনের অধিকার,—আমার পিতৃরাজ্য প্রত্যর্পণ!

সাজাহান। এর ওপর আরও দায়িত্বভার তোমাকে নিতে হবে ময়ূখনারায়ণ! আমার এই মায়ের মুখেও তোমাকে হাসি ফোটাতে হবে!

ময়ূখ। সম্রাট!

মেহেরা। সম্রাটের দান অগ্রাহ্য করোনা বন্ধু! গ্রহণ কর!

ময়ূখ। মেহেরা! এ যে আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছিনা!

মেহেরা। তোমার প্রিয়, তোমার ভালবাসার জিনিস আমি যত্ন করেই রেখে ছিলাম—সূর্য্যের আঁচটি পর্য্যন্ত গায়ে লাগতে দিইনি! ফুলের মত শুভ্র চন্দনের মত পবিত্র তোমার মমতা! তুমি নাও,—গ্রহণ কর!

ময়ূখ। মেহেরা! মেহেরা! তোমার ঋণ আমি—

মেহেরা। ঋণ! থাক্ বন্ধু, আর নয়, আমাকে সইতে দাও! বিদায় বন্ধু,—বিদায়!—

প্রস্থান

ময়ূখ। তাইত! মেহেরা যে চ'লে গেল?

মমতা। ওকেতো ধরে রাখতে পারবে না!

ময়ূখ। কিন্তু আজ মেহেরার অশ্রুজল আমাকে বিচলিত করেছে!

সাজাহান। অশ্রু?—কি বল্‌লে যুবক? অশ্রুজল? অশ্রুজল কি অপরূপ হয়ে ওঠে—আমার ওই তাজমহল দেখেই তা বুঝতে পার!

মেহেরার চোখের জল তোমার বুকে ওই তাজমহলেরই মত অমর হয়ে থাক্,—কিন্তু তোমাদের মুখে আজ হাসি ফুটে উঠুক। দীর্ঘকাল তোমরা কেঁদেছ!—বাঙ্গালী কেঁদেছে,—বাঙ্‌লা কেঁদেছে!—আজ তাদের সকলের মুখ স্বস্তির, শান্তির, প্রীতির হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক। বাঙ্গালী বাঁচুক,—আমার বাঙ্‌লা বাঁচুক!

ময়ূখ এবং মমতা উভয়ে নতজানু হইয়া সম্রাটকে কুর্ণিশ করিলেন

যবনিকা

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রিগণ

অনূপ নারায়ণ	শ্রীযুক্ত কুঞ্জ সেন
ময়ূখ নারায়ণ	„ জহর গাঙ্গুলী
চিন্তাহরি	„ যোগেশ চৌধুরী
বলাই	„ শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
যোগানন্দ	„ উৎপল সেন
সাজাহান	„ ছবি বিশ্বাস
আসফ্ খাঁ	„ ধীরেন পাত্র
আসাদ্ খাঁ	„ পশুপতি সামন্ত
কাশেম খাঁ	„ ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য
কলিমুল্লা খাঁ	„ খগেন দাস (লালুবাবু)
ইয়াকুব আলি	„ নরেন চক্রবর্ত্তী
হরেকৃষ্ণ রায়	„ কমল সরকার
আল্ভারেজ্	„ যুগল দত্ত
গঞ্জালিস্	„ মোহন ঘোষাল
ডাকুন্-হা	„ পবিত্র ভট্টাচার্য্য
ওয়াইল্ড্	„ সুধাংশু মিত্র
ইনায়েৎ খাঁ	„ ধীরেন চট্টোপাধ্যায়
বৈদ্য	„ কমল সরকার

লাঠিয়ালগণ	„ জ্ঞান চ্যাটার্জ্জী
	„ কমল দাস
	„ কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়
সৈন্যগণ	„ পাঁচু সেন
	„ দীনু মুখার্জ্জী
	„ নকুল দত্ত
প্রতিহারী	„ নকুল দত্ত
রক্ষীদ্বয়	„ কমল দাস
	„ জ্ঞান চ্যাটার্জ্জী
সৈনিক	„ কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়

যমুনা	শ্রীমতী সুরমা
মমতা	„ প্রতিভা (পরে শ্রীমতী উষা)
মেহেরা	„ নীহারবালা
চিন্ময়ী	„ লক্ষ্মী
বাগ্‌দী কন্যা	„ মঞ্জুশ্রী বসু
বাঁদী	„ পরীবালা
নর্ত্তকীদ্বয়	„ মঞ্জুশ্রী বসু
	„ পরীবালা

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য নাটক

কেদার রায় তৃতীয় সংস্করণ ... ১॥০

নাট্যনিকেতনে অভিনীত

বিদ্যাপতি ... ... ১।০

ষ্টারে অভিনীত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা